বর্ষা মিতালী

বর্ষা উৎসব-২০২৩

বিইউপি লিটারেচার এন্ড ড্রামা ক্লাব

ইংরেজি বিভাগ

ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এন্ড সোশ্যাল সাইন্সেস

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)

BUP LITERATURE & DRAMA CLUB

বর্ষা মিতালী

বর্ষা উৎসব - ২০২৩

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

প্রকাশকাল
বর্ষা ১৪৩১, ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ

প্রকাশক
বিইউপি লিটারেচার অ্যান্ড ড্রামা ক্লাব
ইংরেজি বিভাগ
ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এন্ড সোশ্যাল সাইন্সেস
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা-১২১৬

সার্বিক সহযোগিতায়
অফিস অব দ্য পাবলিক রিলেশন্স, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)

প্রচ্ছদ : হিতৈষী সুলতানা, **ব্যাক কভার :** মাহিয়া মুমতাহিনা

মুদ্রণ : রাইয়্যান প্রিন্টার্স

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মেজর জেনারেল মোঃ মাহ্‌বুব-উল আলম, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি

উপাচার্য

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)

উপদেষ্টা

অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন

উপ-উপাচার্য বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)

প্রধান সমন্বয়কারী

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শামছুল আরেফীন, এনডিসি, পিএসসি

ডিন, ফ্যাকাল্টি অব আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সাইন্সেস, বিইউপি

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক
সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ মোহসীন রেজা, চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ, বিইউপি

সহযোগী সম্পাদক
সহযোগী অধ্যাপক ড. ফাহ্‌মিদা হক
ইংরেজি বিভাগ, বিইউপি

সহযোগী সম্পাদক
লে. কর্নেল দিলীপ কুমার রায়, এইসি
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, বিইউপি

সহযোগী সম্পাদক
মেজর মমতাজ আলা শিব্বির আহম্মেদ (অবঃ)
পরিচালক, পি আর আই পি, বিইউপি

সহকারী সম্পাদক
অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবির
পি আর আই পি

সহকারী সম্পাদক
প্রভাষক সুমাইতা মারজান
ইংরেজি বিভাগ, বিইউপি

সহকারী সম্পাদক
প্রভাষক মোঃ আরিফ জাওয়াদ ফাহিম
ইংরেজি বিভাগ, বিইউপি

সূচিপত্র
বর্ষা উৎসব - ২০২৩

ক্র/ন	বিষয়	লেখক	বিভাগ	পৃষ্ঠা
০১	মুক্তি	ইসরাত জাহান	আইন বিভাগ	০৭
০২	বৃষ্টি ও প্রেম	আল-আমিন	ইংরেজি বিভাগ	০৮
০৩	জিমূত	মায়িশাহ ফাহমিদা	ব্যবস্থাপনা বিভাগ	০৮
০৪	বর্ষার রূপ	নুসরাত জাহান নিশা মিম	মার্কেটিং বিভাগ	০৯
০৫	গুলবাহার কিংবা ফিলোমেলার জন্যে কবিতা	সাদিয়া ইসলাম তন্ময়	সমাজবিজ্ঞান বিভাগ	১০
০৬	সরণী	শিহাব মাহমুদ শাওন	ইংরেজি বিভাগ	১১
০৭	যখন বৃষ্টি নামে	নিশাত সানজিদা তাকিয়া	আইন বিভাগ	১১
০৮	স্বরচিত গল্প	উম্মে মোসলিমা জ্যোতি	ডিএমআর বিভাগ	১২
০৯	রোমন্থন	জিল জাওসান ইবনে রায়হান	মার্কেটিং বিভাগ	১৩
১০	অনন্যা	উমামা খান ওহী	পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ	১৪
১১	প্রথম বৃষ্টি	রিদ্ওয়ানা ইসলাম রুহামা	ইংরেজি বিভাগ	১৪
১২	মাটির টান	হুমায়রা হাসেন মাহমুদ	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৫
১৩	অপেক্ষা	আল-আমিন	ইংরেজি বিভাগ	১৬
১৪	বোঝা	আতিয়া সুলতানা	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৭
১৫	পৃথিবীর নাকি অসুখ ?	অতনু মল্লিক	গনযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ	১৮
১৬	বৃষ্টির কান্না	আয়েশা সিদ্দীকা	ইংরেজি বিভাগ	১৯
১৭	স্মৃতির একটি ফোঁটা	ইফফাত কবির হাফসা	অর্থনীতি বিভাগ	২০
১৮	না পাওয়ার বৃষ্টি	মাসুমা ইফতেখার	লোক প্রশাসন বিভাগ	২১
১৮	বৃষ্টির বিলাপ	মোস্তফা জামান কায়সার	ব্যবস্থাপনা বিভাগ	২২
১৯	অনুভূতি	নিশাত সানজিদা তাকিয়া	আইন বিভাগ	২৩
২০	বর্ষার নানা রং	রিদ্ওয়ানা ইসলাম রুহামা	ইংরেজি বিভাগ	২৪
২১	বিষাদ বিলাস	উম্মে মুসলিমা জ্যোতি	ডিএমআর বিভাগ	২৫
২২	বর্ষা রোদন	জান্নাতুল মাওয়া রোজা	ইংরেজি বিভাগ	২৬

ক্র/ন	বিষয়	লেখক	বিভাগ	পৃষ্ঠা
01	Umbrella: An Emblem of Strength	Md Toriqul Islam	Department of PCHR	29
02	Debauched with Dewy Rain	Nujhat Aslam Nieon	Department of English	30
03	Self Reflection on a Rainy Day	Khaleda Akter Kona	Department of PCHR	31
04	Homecoming	Maliha Islam	Department of English	32
05	Rain: The Cruel Messenger	Sheikh Rifat	Department of English	33

Event 01: Photo Story (চিত্রগল্প)

মুক্তি

ইসরাত জাহান
আইন বিভাগ

অনির্বাণ, তোমায় মুক্তি দিয়েও আশা ছাড়িনি কেন জানো? আমি জানতাম ফিরে আসবে। ধরে নিয়েছিলাম তুমি ফিরে না এলেও, আমি ভালোবাসবো আজীবন। তোমাকে রাঙিয়ে দিবো ঘাসফুলে, কখনও বা কৃষ্ণচূড়া, শিমুল পলাশ হয়ে! কখনও বা ছুটে যেতাম দিগন্ত হতে দিগন্তে, মাঠ হতে মাঠে, ভেসে যেতাম খোলা আকাশে, তোমায় রেখে দিতাম কোনো আদুরে সামিয়ানায়! আমার কল্পনায়!

তুমিই বলো অনির্বাণ, ভালোবাসার পরিপূর্ণতা কোথায়? পাবার মাঝে? নাকি দূর থেকে একবার ছুঁয়ে দেখার বাসনায়? তোমার মনে পড়ে, এক মুষ্টি কৃষ্ণচূড়া সাক্ষী রেখে বলেছিলে, "এই মুহূর্তের প্রতিজ্ঞা! আমি ভালোবাসি তোমায়!" এ ভালো না বেসেও ভালোবাসার গোলকধাধায় হারিয়ে শত শত দিন দুনিয়ায় সন্ধান করি আমার না পাওয়া ভালোবাসার। অতঃপর আমি তোমায় না পাওয়ার কষ্টকেই ভালোবাসলাম।

আমি কি আজ তোমায় সত্যি পেয়ে গেলাম? নাকি তুমি আজও স্বপ্ন সেজে দুঃস্বপ্ন হয়ে পীড়ন করবে আমায়? তুমি কি আবার হারিয়ে যাবে এ শহরে থাকা আমার কোনো অচেনা গলিতে? আবার যদি যেতে চাও, চলে যেও, আক্ষেপ আর নেই। রবি ঠাকুরের মতে, মুক্তির পর যে ফিরে আসে সে আমার, যে ফিরে আসবে না সে কখনও আমার ছিলো না! আমি না হয় তখন তোমার মুক্তির আনন্দে তোমাকেই না পাওয়ার কষ্ট উদযাপন করবো!

Event 02: Self-Composed Poetry (স্বরচিত কবিতা)

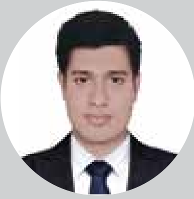

আল-আমিন
ইংরেজি বিভাগ

বৃষ্টি ও প্রেম

হঠাৎ থমকে যাই!
যখন দেখি তৃষিত মাটিতে চলে বৃষ্টির
টুপটাপ বৃষ্টি প্রকৃতিকে দেখে, প্রকৃতিও বৃষ্টিকে
নীরব-চুপচাপ।

প্রেমিকার মত বৃষ্টি আসে, প্রেমিকার মত চলে যায়
তবুও বৃষ্টি কিংবা প্রেমিকাকে কি অস্বীকার করা যায়?

খা খা বিরান জমি, দেখে মনে হয় সাহারা ভূমি
পুড়ে যায় কতকিছু, থেকে যায় দেখা-অদেখা ছাই,
বৃষ্টি আনে জগতে জোয়ার, প্রেমিকাও আনে তাই
তাই বৃষ্টি কিংবা প্রেমিকার সম্মানে মাথা নুয়ে যাই।

মৃদু বাতাসে দোল খায় ভেলা, দোল খায় বুনো হাঁস
বৃষ্টি কমায় দাপুটে হাওয়া, কমায় চাষার নাভিশ্বাস।
বৃষ্টি আসে সবুজ নিয়ে, ঘাস-পাতায় রেখে যায় প্রেম
পোড়া মাঠে মুদ্রা দোলে, নৌকা-নদীতে ভাসে হেম।
বৃষ্টি আসে সুবাস নিয়ে, মাতায় প্রেমিক মন
প্রেমিকা তোলে ফুলের দাবি আমরণ অনশন
বৃষ্টির মত মানুষও আসে, বাড়ায় হা-হুতাশ।

বৃষ্টি ফুরায়, মানুষ হারায়
প্রশ্ন ওঠে বোদ্ধা ও বিবেকের,
সবই হারায়, সবই ফুরায়
এ হা-হুতাশ আমার ক্ষণিকের।

মায়িশাহ ফাহমিদা
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

জিমূত

জিমূত, তুমি আঁধার করে এসো
ঘনিয়ে অন্ধকার নিয়ে এসো।
বেশ কদিন তো হলো, আমার বাতায়নের পরে,
সে দৃশ্য আমি দেখতে দেখতে পাইনি
যা বয়ে নিয়ে আসে সমস্ত স্মৃতি,
ভারাক্রান্ত করে তোলে আমার মনকে,
দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি আমার চোখেও নামে।

অভ্র, তুমি এসো,
চারিদিকে আঁধার করে এসো।
বয়ে নিয়ে এসো বৃষ্টি, তুফান
ধুয়ে মুছে দাও দাগ, ক্ষত,
ভুলিয়ে কি দিতে পারো না?
সেই যন্ত্রণাকে? পারোনা কী?
পারোনা দিতে নতুন এক আশ্বাস?

ঘন, শ্যাম হয়ে তুমিই এসো
দমকা হাওয়া নিয়ে তুমিই এসো।
বয়ে আনবে মাটির সুবাস
কারো অশ্রুসিক্ত বাষ্প নিয়ে এসো
কোনও নাম না জানা পাখির ভালোবাসার
ভাঙ্গা ঘরটি নিয়ে এসো,
সেই নিশীথে বেচেঁ থাকা
জীবন্ত স্বপ্নে প্রাণ নিয়ে এসো।

মেঘ, তুমি বজ্র নিয়ে এসো
ঘনিয়ে কালো অন্ধকারে একটু
আলোর তীব্র দীপ্তি নিয়ে এসো।

Event 02: Self-Composed Poetry (স্বরচিত কবিতা)

বর্ষার রূপ

নুসরাত জাহান নিশা মিম
মার্কেটিং বিভাগ

প্রকৃতি নিথর নিস্তব্ধ,
আকাশ পাংশু মেঘের জাল বুনট,
সারা শহর নিশ্চুপ,
ঝমঝম করে অশ্রু ধারায় বৃষ্টি ঝরছে।
মায়ার কাজল দেয়া এই চোখে,
মমতায় রাঙানো এই রাতে,
মেঘের প্রবল গর্জনে আতঙ্ক
জাগে মনে, ময়ূরের মতো নেচে ওঠে সাথে।

মন চাইছে বিভুতিভূষণের “পথের পাঁচালীর” দূর্গা হয়ে
প্রচন্ড বৃষ্টিতে মাথার চুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচি।
ডুবসাঁতারে পুকুরের মাঝখানে গিয়ে তুলে আনি শালুক।
এইসব কল্পনা মাত্র, এই চঞ্চল শহরের বুকে
এ শুধুই স্বপ্ন নিছক।
কবির হৃদয়ে বর্ষার আবেদন গভীর।
মেঘলা দিনের বর্ণনা, তার রূপ, আকাশের রঙ,
মনের অবস্থা, সবটাই তার লেখা চাই।
চোখে লাগে মায়া কাননের ছোপ, স্মৃতির ছবি মনে পায় ঠাঁই।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো জানালার পাশে দাঁড়িয়ে
বর্ষণমখুর রাত্রির শোভা পান করছিলাম
গানের মৃদু-মধুর সুর গুণগুণিয়ে উঠছে বৃষ্টির তালে তালে,
সাদাকালো পর্দার ছবির মতো ভিড় করছে হাজারো কাহিনী,
কতগুলো উদ্দাম বালক কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি করছে উন্মাতালে।
প্রকৃতি কন্যার স্নান করা আজ এখনো বাকি।
এলোমেলো বাতাসে চুল নাড়িয়ে উপচে পরা
কষ্টের জল মেখে নিচ্ছে সারা শরীরে।।
বিষণ্ন-বিধুর নিঃসঙ্গতার ভাঁজ তার
উপস্থিতি জানান দেয় বিজলি,
ক্ষণিকের জন্য আলোকিত হয়ে উঠে ধরা।

মোহময় স্বপ্নের জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে বাস্তবতায়,
উবে যায় ছবির মতো স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে লালন করা।

কর্মমুখর শহরের সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।
শুধু গাছের ডালে বসে ভেজা কাক কাঁদছে নীরবে।
দোকানের বেঞ্চির নিচে ভয়ে লুকিয়ে
আছে কুকুর ছানাটি আর একটা
রিক্সার হুড দিয়ে বসে আছে বুড়ো রহমান চাচা,
কিছু টাকা হলে চালের সাথে ডিম কিনে নিয়ে যাবে ঘরে।

বাড়ির দারোয়ানটি রেইনকোট মুড়িয়ে
বসে আছে দরজার সামনে কিছু সুখ কিনতে
রাত জেগে বৃষ্টির জলে পড়ে।
বস্তির সেই করিম মিয়া পলিথিন
মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে,
ওপরের ছাদ ফুটো হয়ে বৃষ্টির জলে ভাসছে।
কাঁচা ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ায়
রাতে আজ আশ্রয়হীন।
পেটের পীড়ায় কাতর তার
বুড়ো বাপ, টাকা বিহীন।

বর্ষার জল কিছু সুখ, কিছু দুঃখ নিয়ে
ভেসে যায় বন্যার জলে,
কারো কাছে জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখা,
আর কারো মুখে চিন্তার ভাঁজ খেলে।
তবু কালিমাখা মেঘের আকাশ কালো হলে
চঞ্চল হয়ে উঠে মন।
খিচুড়ি আর ভাঁজা ইলিশের মউ মউ গন্ধ,
জারি, সারি আর যত সব মেঠোগানে বিভোর মন।
কৃষ্ণকবির রূপে রাত্রি আলোকিত, ছড়ায় সে
যেন অন্যরকম অনুভূতি এক।

নৈশ নীলাকাশে রজতশুভ্র বিজলী তীব্র চমক।
এই বর্ষনমুখর রাতে মন খারাপের রেখা
মৃদু সুরে ভেসে বেড়ায় মনের গভীরে।
নয়নের অশ্রু সে যে মিশে যায় ছলছল জলধারে।

Event 02: Self-Composed Poetry (স্বরচিত কবিতা)

গুলবাহার কিংবা ফিলোমেলার জন্যে কবিতা

সাদিয়া ইসলাম তন্ময়
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

গুলবাহার সেদিনের যন্ত্রণা হাতে নিয়ে ফুটিয়েছ নীল মনিলতা
গুলবাহার তুমি কোন সুর বুকে ধারণ করে বেঁচে আছ?
যা তোমার অস্তিত্বে থেকে যাবে বলে আমাদের দাবি ছিল
সেগুলি কোন তালিসমান হাতে বেঁধে শুকিয়েছ?

গুলবাহার তুমি কি জানতে পেরেছ
ফিলোমেলা পাখি কেন হল?
তুমি কি জানতে ফিলোমেলাও জানত না তারিউস এর চাল?
প্রোকনেও জানত না স্বপুত্র এরিস
কে টুকরো করে পাপ মুছতে হবে
তারিউস কি জানতো যে এই মহাভোজে অজান্তে
নিজ পুত্রকে ভক্ষণ করা তার পাপের ফল?

হায় এরিস! তুমি কি জানতে তুমি মরে যাবে বিনা কারণে।
অতঃপর ফিলোমেলা তুমি জিউস এর নাইটিঙ্গেল,
তুমি করুণ গান গাও এই গভীর ঘন কালো বনে
তুমি করুণ গান গাও এই সন্ধ্যা নামার সন্ধিক্ষণে।

দুঃক্ষিত গুলবাহার আমি গুলিয়ে ফেলি
তোমাকে আর ফিলোমেলাকে
তুমিও তো গুনগুনাও সিন্দাবাদের
ধুন এই অট্টালিকার ঘন বনে,
তবে জাহাজ ভাঙ্গনের শব্দ
কেমন নীল তিমির আর্তনাদের মত
যেমন তোমার বুকের ভিতর দেবে
বসা সেই কাল দাগের ক্ষত।

কত প্রাচীন কত প্রাচীন এই দুঃখ জানো?
যত প্রাচীন হলে আমরা ভুলে যাই
আদম মুছে যাওয়া কবিতা ছিল যদি না
থাকতো কেউ হাওয়ার মত।

Event 02: Self-Composed Poetry (স্বরচিত কবিতা)

শিহাব মাহমুদ শাওন
ইংরেজি বিভাগ

নিশাত সানজিদা তাকিয়া
আইন বিভাগ

সরণী

জ্যোতির্ময় তারার মতো দেখতে
তুমি,
চোখে শুরু হল মহাপ্রলয়।
উল্লাসিত কণ্ঠে ডাকলে তুমি,
এনে তোমার হারানোর ভয়।

প্রেম ঢেলে দিলে আমায়,
আমি নিচ্ছি তার স্বাদ।
নম সুরে ভালবাসা জানায়,
তোমারি দু'টি হাত।

মনে পড়ে কত স্মৃতি,
আর কত যে ছিল আনন্দ।
তোমার বুলিয়ে দেওয়া দুটি চোখ,
কেঁদে কেঁদে আজ অন্ধ।

জানো এখন আমি অনেক পুরোন,
আগের মতই চলছে জরাজীর্ণ
জীবন।
তবু খুঁজে ফিরি বিষাদ বেদনায়,
তোমাকে ফিরে পাওয়ার নতুন
অধ্যায়।

তুমি এখনও আমার প্রাণের রাণী,
ভাল থেকো, সুখে থেকো, সরণী।

যখন বৃষ্টি নামে

নিসর্গ নিলয়ে বর্ষার আগমন ঘটে শ্রাবণে স্বপ্নলোক
ইন্দ্রজাল মেলে ধরে নদীর কলকুঞ্জনে।
অবিরাম, অবিরল অবিচ্ছিন্ন বারিধারা
পূর্ণ করে তোলে তৃষ্ণার্ত ধরা।
শ্যামলে কোমলে বিভাসিত
মায়াময় সিন্ধু রূপসীর আহুত।
বহুদুর বহুদুর বিস্তৃত
সবুজে সাগরে সজ্জিত।
জীবন যেন জীবন্ত অথচ শান্ত ব্যতিব্যস্ত
শান্ত প্রকৃতি অক্লান্ত।
সদ্যফোঁটা সন্ধ্যামালতী কদম বাদলা হাওয়ায়
চঞ্চলতা জাগে ছায়াবীথি তলে।
রুদ্ধদার, বদ্ধঘরে মনে পড়ে কত পুরনো ব্যথা
কথা
বর্ষাকে নিয়ে রচিত গল্প, গান কবিতা।
এইতো আশা আনন্দের
গ্রহন করি তাই সানন্দে।
চোখ মেলে দেখেছি মন মোর মেঘের সঙ্গী
প্রাণ ভরে শুনেছি কলোকল ছলোছল তরঙ্গ

একলা বসে ভাবি আপন মনে
বর্ষার হাওয়া কী দিয়ে যায় বলে?

Event 02: Self-Composed Poetry (স্বরচিত কবিতা)

স্বরচিত গল্প

উম্মে মোসলিমা জ্যোতি
ডিএমআর বিভাগ

প্রিয়তম,
দূর আকাশে জ্বলজ্বল করা তারকারাজিকে ছোঁয়ার সামর্থ্য
আমার নেই,
আমার সামর্থ্য নেই নিস্তব্ধ রাতের আকাশে একাকী রাজত্ব করা চন্দ্রকে ছোঁয়ার,
আমার সামর্থ্য নেই দখিনা সমীরে তোমায় নিয়ে ভেসে যাওয়ার।

একশ সাতটা নীলপদ্ম তুলে আনার ক্ষমতা আমার নেই,
আমি চাইলেও তোমার জন্য শত গোলাপের তোড়া কিনতে পারি না,
তোমার জন্য রোজ এক মুঠো শিউলি ঠিকই কুড়িয়ে আনতে পারি, তাও আশ্বিনে,
জানো তো, এতে আমার মাসের সঞ্চয়ে হাত দিতে হয় না।

ভাবতে হয় না, দশ টাকার ফুলের সৌরভের বেশি প্রয়োজন
নাকি তোমার জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল।
জানো, রাস্তার লোক আমায় দেখে তখন উপহাস করে,
কেতাদুরস্ত কেউ রাস্তায় ফুল কুড়োচ্ছে দেখে।
জানো তো, আমার তাতে একটুও খারাপ লাগে না,
জানোই তো, আমি লোকের ধার ধারি না।

আমি চাইলেও আজ আর রোমান্টিক হতে পারি না,
তোমায় নিয়ে প্রতি মুহূর্তে ছন্দ কাটতে পারি না।
আমি এখন গল্প কখনওবা উপন্যাস লিখি রাত জেগে,
প্রতিটা লেখা শেষে আমার চোখ দুটো চকচক করে ওঠে,
কতগুলো চকচকে অথবা ময়লা নোট আমার হাতে আসবে বলে,
মলাটে না হয় অন্য কারো নামই থাকলো।

জানো, আমি আজকাল টাকার বিনিময়ে নিজের লেখা দিয়ে দিই।
টাকাটা আমার বড্ড প্রয়োজন, ঠিক যেমনটা প্রয়োজন তোমার ভালোবাসাটা।
তোমাকে হারানোর ভয় আমায় মাঝ রাতে আকঁড়ে ধরে,
আমি বার বার উঠে পরীক্ষা করি তোমার নিঃশ্বাস,
বড় লড়াই করে জিতেছিলাম তোমায় সেদিন

তোমাকে হারোনোর ভয়।

রোমন্থন

জিল জাওসান ইবনে রায়হান
মার্কেটিং বিভাগ

আমি যখন ছোটো ছিলাম,
হতে চেতাম মস্ত বড় পাখি।
ভাবতাম মেলে মোর দু'খানা আঁখি,
দেখবো পুরো নশ্বর,
শৈশবের চঞ্চলতায় হবে হতবাক,
স্বয়ং ঈশ্বর।
কিন্তু শৈশব পেরিয়ে দেখি,
আমার যে এখনো ডানা গজানোই বাকি।

শৈশব পেরিয়ে তখন আমার কৈশোর।
ভাবতাম হতাম যদি ফুল,
নাম হতো বেলী কিংবা বকুল।
চারিদিকে ছড়াতাম সুবাস,
মানুষের মুগ্ধতায় হতো আমার বসবাস।
কিন্তু কৈশোর পেরিয়ে দেখি,
আমার যে এখনো কুঁড়ি গজানোই বাকি।

কৈশোর পেরিয়ে তখন আমার তারুণ্য,
মুসাফিরের বেশে ভাবছি দেখবো সব অরণ্য।
পেরোবো সব কাঁটাতার,
দেখবো নানান মানুষের বাহার,
শুনবো শিশুর চিৎকার, মধ্যবিত্তের হাহাকার।
কিন্তু তারুণ্যের সায়াহ্নে এসে দেখি,
পাশের শহরটা আমায় প্রশ্ন করে,
"একি আমায় দেখাই যে তোমার এখনো বাকি"

এখন আমার শেষ বয়সে পদার্পণ।
পুরো জীবন পেরিয়ে এসে দেখি,
শৈশবের চঞ্চলতা, কৈশোরের উদ্দীপনা, তারুণ্যের জয়গান,
সব যে ছিলো ফাঁকি।
সব ফাঁকির মাঝে আমার মানুষ হওয়াটাই যে বাকি।

Event 02: Self-Composed Poetry (স্বরচিত কবিতা)

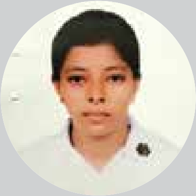

উমামা খান ওহী
পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

অনন্যা

আমরা স্বাধীন, আমরা মুক্ত, আমরা উল্লসিত
আর আমরাই নন্দিত।
মুক্ত বিহঙ্গের মতো আমরা উত্তাল,
ভেঙ্গে দিয়েছি সমাজের হরতাল।
আমরা সংগ্রামী, আমরা প্রত্যয়ী,
আমরা বলিষ্ঠ।
আমরা অজানা সাহসে সাহসী,
যা দিয়েছে আমার স্রষ্টা।
আমরা হায়নার কবল থেকে বেঁচে থাকা নারী,
আমরা আমাদের জন্যই লড়ি।
আমরা দৃঢ়কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান,
আর আমরাই
অন্যায়ের পথে আপোষহীন ক্ষুধিত পাষাণ।
আমরা সোচ্চার,
আমরা দুর্বার,
আমরা বন্ধ দুয়ার ভেঙ্গে দিয়েছি বারবার।
আমরা পারি,
সবকিছু আনবো আবার কাড়ি,
কারন আমরাই অনন্যা,
আমরাই নারী।

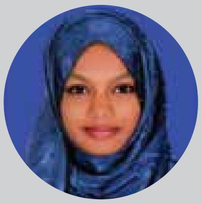

রিদ্ওয়ানা ইসলাম রুহামা
ইংরেজি বিভাগ

প্রথম বৃষ্টি

ষড়ঋতুর এ দেশে নাকি এখন বর্ষা নামেনা
খুব করে চাই, জানো
বৃষ্টি নামুক
ভেসে যাক সবকিছু;
সমস্ত পাপ,
সব অনাচার
বিশুদ্ধ হোক প্রকৃতি
শুদ্ধ হোক চারপাশ।
সজীবতা মোড়াক প্রাণ
ঘুমন্তহৃদে হয়ে বৃষ্টিস্নান।

তপ্ত আগুনে পুড়ছে দেশ
কালবৈশাখী যেন চালাচ্ছে তান্ডব!
ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সমাজ
নিঃশেষ হচ্ছে মনুষ্যত্ব;
রক্তের হোলি খেলা চলছে চারপাশে
অসম প্রতিযোগিতায় ভারী আকাশ বাতাস
শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি
মুক্তি মেলা ভার।

এদেশে বৃষ্টি নামুক
পাপ মোচনের প্রথম বৃষ্টি!

Event 03: Short Story Writing (ছোট গল্প লিখন)

মাটির টান

হুমায়রা হাসেন মাহমুদ
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

অসহনীয় গরমের পর এ বৃষ্টি যেন জীবনে প্রশান্তি নিয়ে এলো। সারাদিন ক্লাস করে হোস্টেলে ফিরছি। তিন বছর হলো বাড়ি ছেড়ে ঢাকায় চলে এসেছি। মনটা খুব উদাস হয়ে গেলো। ছেলেবেলার বর্ষার দিনের আনন্দময় স্মৃতি মনের কোনে উঁকি দিচ্ছে। আগামীকাল পরীক্ষা আছে। একদিন না হয় পড়াশোনা কম করলাম! কি হবে একুট বৃষ্টিতে ভিজলে! এই ভাবতে ভাবতে ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো, নিজেকে এই বারিধারায় সপে দিলাম। খুব কান্না করতে ইচ্ছে হচ্ছে। এ কান্না একই সাথে সুখের ও বেদনার। চোখের জল মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে। আমার বিষন্নতা বোধ করি এ বর্ষণ টের পেয়েছে। তাই যে আমার কপোল হতে আমার অশ্রু বিন্দুগুলো যত্ন সহকারে নিজের জল দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছি। আবার আমি ছোটবেলায় ফিরে গেলাম। সে সময় বৃষ্টির ফোঁটা যখন টিনের চালে পড়তো, খুব মধুর একটা শব্দ হতো। আমি দৌড়ে বেরিয়ে পড়তাম। পাশের বাড়ির সানজিদা, অর্পা,এস্পা, ইসরাতকে ডেকে আনতাম, এরপর আমারা একে অপরের হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে নাচতাম, ফুটবল খেলতে যেতাম। কাদায় মেখে একেকজন ভূত হয়ে যেতাম। এরপর সে কি হাসি আমাদের! বৃষ্টি হলে ব্যাঙ্গের ছাতা তুলতে যেতাম। ব্যাঙ ঘর বাঁধবে সে আশায় এগুলো নিয়ে আসতাম, মা খিচুরি, বেগুনি, ডিম ভাজা করতো। মায়ের হাতের রান্নার যে কি অতুলনীয় স্বাদ! সত্যি বলতে হোস্টেলের খাবার মুখে রোচে না। এই কংক্রিটের শহরে আমার সবুজে মোড়ানো গ্রামের বাড়ি খুব বেশি মনে পড়ে।

হোস্টেলে ফিরে এসেছি। মনের অজান্তে চোখ আবারও ভিজে গেলো। মুঠোফোনটা হাতে তুলে নিলাম।
"হ্যালো মা।'
"কি ব্যাপার, তুমি এ সময় ফোন দিলে যে! সব ঠিক আছে?"
"হ্যাঁ মা, আসলে বাড়ির কথা খুব মনে পড়ছে। তোমার রান্না খুব মিস করি।"
"তোমাকেও আমরা সবাই খুব মনে করি। তুমি নাই মনে হয় যেন বাড়ির সব রং হারিয়ে গিয়েছে।"
"আমি শুক্রবার বাড়িতে আসবো। আমার জন্য খিচুড়ি রান্না করে রেখো প্লিজ।"
"আচ্ছা আর কি বলতে হবে? অবশ্যই করবো।"
"ঠিক আছে মা রাখি এখন।"

ফোন সরিয়ে রেখে আবার কলমটা তুলে নিলাম। কি যে খুশি লাগছে! কতদিন পর বাড়িতে যাচ্ছি। শহরের এই নিঃসঙ্গ জীবন আমার ভালো লাগে না। মনে হয় যেন আমিও যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি তো জীবনকে উপভোগ করতে চাই। নিজের ভিতরের কবি সত্ত্বাকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই। এজন্য মন আবার বারবার ছুটে যায় প্রকৃতির পানে। যারা আমার মতো গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছেন তারা নিশ্চই আমার মনঃকষ্ট, একাকীত্ব ও অসহায়ত্ব অনুভব করতে পারবেন।

ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ নিয়ে জানালার পাশে এসে বসলাম। বাইরে মৃদু হাওয়া দিচ্ছে। বৃষ্টির পরে সোঁদা সোঁদা মাটির গন্ধ নাকে আসছে। এই সুগন্ধ বোতলে ভরে রাখতে পারলে বেশ হতো। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "প্রথম আলো" বইটা শেষ করতে হবে, না হয় তা বাড়িতে গিয়েই করলাম, প্রিয় গ্রামের সাথে প্রিয় বই, আর কি চাই? সে যাই হোক, আর সাত-পাঁচ না ভাবি, বাড়ির জন্য একটু কেনাকাটা করতে যাচ্ছি। টিউশনির টাকায় মায়ের জন্য শাড়ি ও বাবার জন্য শার্ট কিনবো। এই ভেবে উল্লাসিত হয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম, ফিরতে হবে যে আমাকে! নাড়ির টান উপেক্ষা করা যায় না।

Event 03: Short Story Writing (ছোট গল্প লিখন)

অপেক্ষা

আল-আমিন
ইংরেজি বিভাগ

ঠিক যেমনি আমি অপেক্ষা করে আছি আমার সবচেয়ে কাছের মানুষটির জন্য। ও আমাদের তো এখনও পরিচয়ই দেয়া হয়নি, আমি নীল। আর এতক্ষণ যার জন্য অপেক্ষা করে আছি সে হচ্ছে আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ঐশী। সেদিন আকাশটা ভারি মেঘলা ছিল। আমার ভার্সিটির প্রথম দিন বলে রাখি এর আগে আমার কিন্তু কখনো ঢাকায় আসা হয়নি। তাই পুরো শহরটাই আমার কাছে কেমন যেন পরীক্ষায় কমন না পরা প্রশ্নের মতো লাগছিল। সকালে মাকে ফোন দিয়ে বাসা থেকে বের হই আমি। রাস্তা গুলো কেমন যেনো অচেনা। এই শহরটাই আমার কাছে বিভীষিকা মনে হচ্ছিল।

আমি চুপচাপ ক্লাসের এক কোনায় বসে পরি। ক্লাসের সবাই মনোযোগ দিয়ে স্যারের কথা শুনছিল। কিন্তু আমি কিছুতেই মন বসাতে পারছি না স্যারের কথায়। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লাস শেষ হলে সকলে পরিচিত হতে লাগল কিন্তু আমি পারলাম না। সবার চোখের আড়ালে ক্লাস থেকে বের হলাম, মাঠের দিকে হাটতে থাকলাম। এর কিছুক্ষণ পরই চোখে পড়ল একটি লেখা "মনপুরা" খানিকক্ষন চেয়ে থাকলাম ঠিক যেন শিল্পীর হাতের তুলিতে একটি ছবি।

একটি লেককে যে কত সুন্দর করে সাজানো যায় তা হয়তো এই মনপুরাকে না দেখলে বুঝতাম না। লেকটির উপরে রয়েছে একটি ব্রিজ, এটি আর পাঁচটা সাধারণ ব্রিজের মতো না, পানির উচ্চতা বাড়লে ব্রিজটিও উপরে উঠতে থাকে যাকে আমরা ফ্লোটিং ব্রিজ বলি। আমি লেকের পাশে বসে মেঘলা আকাশ দেখছিলাম, হঠাৎ একজন নারী কণ্ঠে আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেলো। বলল এই যে শুনছেন, আমি ঐশী।

এমন মিষ্টি কন্ঠ আমি কখনও শুনিনি। একজন নারীর কন্ঠ যে কত মিষ্টি হয় তা হয়তো ঐশীকে না দেখলে জানতাম না। এর পর থেকে আমাদের প্রতিদিন আড্ডা হতো। আস্তে আস্তে যে হয়ে উঠলো আমার সবচেয়ে কাছের একজন মানুষ। সারাদিনের ঘটে যাওয়া সকল কথা সে আমার সাথে শেয়ার করত। আমিও মনোযোগী শ্রোতার মতো তার সব কথা শুনতাম। এভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল আমাদের দিনগুলো।

কখন যে তার প্রেমে পড়েছিলাম বুঝতেই পারিনি। কখনও তাকে বলা হয়নি যে আমি তাকে ভালোবাসি। সে হয়তো বঝুতে পারতো হয়তো বা না। আমি ভাবতাম বললেই যদি আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায় তাই বলা হয়ে উঠেনি। মনপুরা হচ্ছে আমাদের অপেক্ষা করার স্থান। তার যদি কখনও দেরি হতো আমি মনপুরার পাশে অপেক্ষা করতাম। আজও বসে আছি ঐশীর অপেক্ষায়। দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে আসছে না। হয়তোবা আর আসবে না কোনদিন আর হয়তো শুনতে পারবো না তার মিষ্টি কণ্ঠটা। এমন সময় আবির এসে বলল চল বাসায় যাই। আমি থমকে গেলাম। সে বলল, ঐশীর অকালে চলে যাওয়া তুই কবে ভুলতে পারবি?

Event 03: Short Story Writing (ছোট গল্প লিখন)

বোঝা

আতিয়া সুলতানা
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

বৃষ্টির আগে চারপাশে নিস্তব্ধতা কাজ করে, প্রকৃতি তার রুদ্র মূর্তি ধারণ করে এখন, এই সময়টা ঠিক যেমন ভয়ের তেমনি উপভোগ্য। বৃষ্টি শুরু হলে চারপাশে একটা হৈ হৈ লেগে যায়। ঠিক যেমনটা এখন হচ্ছে আমার বাড়িতে-গরুর ঘাসগুলো লক্ষণ এখনো কাটেনি কেনো? মুরগিগুলো এখনো ঘরে ওঠেনি। এদিকে ঝুম বৃষ্টি নেমে গেছে। আমি তখনো ঘুমাচ্ছিলাম, পাশেই কাঠের জানলাটা খোলা ছিল। বাড়ির সবার চেচাঁনো, টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার শব্দ, সাথে কিছু বৃষ্টির ফোঁটা জানলার ফাঁকে দিয়ে আমার হাতে এসে পড়ছিলো। সারারাত ঘুমাইনি। ভোরের দিকে একটু চোখটা লেগে গিয়েছিলো।

কিন্তু শান্তির ঘুমটা আমার পন্ড হলো। ঘুম থেকে উঠে আবার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। ঠিক প্রকৃতি যেমন নিশ্চুপ হয়ে গেছে, আমিও চুপচাপ বসে অনেকক্ষণ ভাবলাম। না এভাবে আর মেনে নেওয়া যায় না। জীবনটাতো আমার। আমাকেই গুছিয়ে নিতে হবে। কারোর সাহায্য না হয় নাই পেলাম। কিন্তু আমার স্বপ্নকে এভাবে পিষে মেরে ফেলতে পারিনা আমি। স্বপ্নগুলো যে ডানা মেলে উড়তে চায়।

তখনি মা ঘরে এসে চিল্লানো শুরু করলো। এখনও ঘুমাচ্ছিস পড়ে পড়ে। শ্বশুর বাড়ি গিয়ে কি করবি? ওখানে কী তোর এই মায়ের মতো দাসীবাদী পাবি যে তোর সব কাজ করে দেবে? তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের কাজবাজ কিছু কর, নাহলে অন্যের বাড়ির লোকেরা তো আমাকে কথা শোনাবে, মেয়েকে কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠায়নি। সৎ মা বলে মেয়েটাকে নিজের মেয়ে বলে ভাবিনি। ওঠ, ওঠ তাড়াতাড়ি। ঘুম থেকে উঠে এসব শুনে আমার মেজাজটা আরো বিগড়ে গেলো। বাইরে ঝড়ের গতি বেড়ে চলছে সাথে আমার মনের মধ্যে ঝড়।

জীবনে তো কিছুই পাইনি লাঞ্চনা,গঞ্জনা ছাড়া। অন্যের বাড়িতেও আমাকে পাঠাচ্ছে তারই জন্য। শুনেছি যার সাথে আমার বিয়ে হবে তার নাকি বউও আছে। তাহলে আমার কী প্রয়োজন আবার? আমি কি এতোই বোঝা হয়ে গেছি আমার পরিবারের কাছে? লেখাপড়ায় তো আমি কম না। মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি। এভাবে এখন আমার পড়া-লেখা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি মানতে পারছি না। বাড়িতে কম অশান্তি হয়নি এ নিয়ে। যখন এত কিছু করেও কূল পেলাম না, তখন চুপ হয়ে গেলাম। কিন্তু চুপ করে থাকা যাবে না, প্রকৃতির মতো আমাকেও গর্জে উঠতে হবে। ও পাড়ায় আমার বান্ধবী থাকে, ও আমাকে সবসময় বলেছে চলে যেতে ওর কাছে। আমি পারিনি। ভয় হয়েছে। এখন সাহস পাচ্ছি, বেড়িয়ে পড়লাম সব ছেড়ে।

এই বৃষ্টির ফোঁটাগুলো গায়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছে নব জীবন ফিরে পেলাম। হয়তো ও কূলে আর কখনো ফেরা হবে না। কিন্তু ঐ কূলে নিশ্চয়ই আমার কোনো জায়গা হবে। বৃষ্টির ছোঁয়ায় নিজেকে নুতন রূপে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করলাম। ঠিক যেনো প্রকৃতি বৃষ্টির পরে নতুন রূপ ফিরে পায়। আমিও পাবো, নিশ্চয় পাবো।

Event 03: Short Story Writing (ছোট গল্প লিখন)

পৃথিবীর নাকি অসুখ ?

অতনু মল্লিক
গনযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

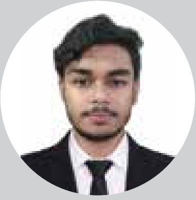

আমার ইচ্ছে হচ্ছে নিজেকে উজাড় করে দিতে। এই ক্যাপশনটা দিয়ে তিন চার বছর আগে আমার একটা নাচের ভিডিও আপলোড করেছিলাম। এখন জুলাই মাসের মাঝামাঝি তবে বৃষ্টির কোনো নাম গন্ধ নেই। চারিদিকে তাপদাহ, মনে হচ্ছে সূর্য খুব আপনভেবে আলিঙ্গন করছে।

প্যাঁচানো কারেন্টের তারে বসে কাকগুলো হাঁপাচ্ছে আর পুরোনো দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে গজিয়ে ওঠা নয়নতারা গাছটি জলের জন্য আকুতি করছে। বোঝা মুশকিল এটাকি আদৌ বর্ষাকাল? পৃথিবীর আজ জ্বর হয়েছে। অসুস্থ পৃথিবীতে টিকে থাকা আমাদের জন্য অস্বম্ভব হয়ে পড়েছে।

তবে আমরাই এর কারণ। একমাত্র কারণ। চিলেকোঠার চালের মধ্যদিয়ে যে একটা বটগাছ উকি মারবে তারও উপায় থাকে না আর। বনজঙ্গল, প্রকৃতি, পরিবেশ সবকিছুই আমরা গোগ্রাসে সাবাড় করে দিচ্ছি। সবুজ এখন ইতিহাস পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যৎ হতে চলেছে ধূসর, রূক্ষ এবং প্রাণহীন। বর্তমানেই প্রাকৃতিকভাবে মাছ আর নদী, খাল বিলে দেখা যায়না। দেখা যায় ফ্রিজে আর জ্যান্ত হলে এ্যাকুরিয়ামে। বকেরা মাছ না প্লাস্টিক খাচ্ছে ড্রেন থেকে। অতিথি পাখিরাও আসা বন্ধ করে দিয়েছে। সবকিছু কেমন যেন হয়ে গিয়েছে কোনো কিছুতেই প্রাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। জীব হয়েও জড়ের মত আচরণ সবার। খুব ভয় লাগে পৃথিবী হয়তো আর কখনো আগের মতো হবে না একথা চিন্তা করে।

তবে এযে অসম্ভব তা কিন্তু নয়। আমার যে কলির অসুর তবে আমাদের মধ্য থেকেই কাউকে কল্কিরুপ ধারন করতে হবে। না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গুগোলে থেকে বর্ষা, শরৎ, হেমন্তের গল্প শুনতে হবে। গ্রীষ্ম আর শীত হয়ত থাকবে। আর বসন্তকে ইচ্ছে করে উদযাপন করতে হবে। ইচ্ছে করছে বৃষ্টিতে ভিজতে। দেখি যদি আগামী বছরে বর্ষা আসে। ভিজব, মনভরে ভিজব। আর উপলব্ধি করব ঘনিষ্ঠ অতীতগুলো সবই এবং স্বপ্ন।

Event 03: Short Story Writing (ছোট গল্প লিখন)

বৃষ্টির কান্না

আয়েশা সিদ্দীকা
ইংরেজি বিভাগ

এসব ভাবতে ভাবতেই আমার খুব কাছের একজন বন্ধু বললো "সোমাদের বাগানের কদম গাছটি দু জোড়া কদম দেখেছি। চলনা যাই ফুল দুটি নিয়ে আসি"। আমিও ভাবনার ইতি টেনে তার পিছু হাঁটা দিলাম। যেতে যেতে হঠাৎই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি কিছু মেঘ ভীষণ রাগী দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন আমায় বলছে আজকে তোদের উপর তীব্র বর্ষণ হবে। ঠিক তার বিপরীত পাশের একটা প্রাণবন্ত মেঘ হেসে হেসে বলছে "এইতো এসেছি আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আর তোমাদের দুঃখ, হতাশা এবং না পাওয়াকে সঙ্গে নিয়ে যেতে"।

এই সাত পাঁচ কথোপকথনের মাঝে দেখলাম আকাশ মেঘলা অথচ রোদের আলো চিকচিক করছে। যেন দ্বন্দ্ব চলছে বৃষ্টি আর রোদের মাঝে কে তার অস্তিত্ব আজ ধরে রাখবে। যাহোক অবশেষে আসলাম সেই কদম গাছের তলায় । আমার বন্ধু কোনকিছু না বলেই হুট করে গাছে ওঠে গেল। আর উঠতে উঠতে আমায় বলল-"একটা কদম তোকে দিব আর একটা আমার মাকে"। আমি বললাম "আমায় কেন"?-উত্তরে বলল-"তোদের আমি বড্ড ভালোবাসি রে!" "আমার বন্ধু কদম দুটি ছিঁড়ে নেমে আসছিল এমন সময় বৃষ্টি ফোঁটায় গাছ ভেজা থাকায় সে গাছ থেকে পিছলে পড়ে যায়।আমি তার কাছে দৌড়ে চলে যাই এবং দেখি প্রচুর রক্ত পড়ছে তার মাথা থেকে।

তাকে হাসপাতালে নিতে নিতেই মারা যায়। আমার কানে বাজতে থাকে "বড্ড ভালোবাসি রে তোদের"! না, আমি কান্না করি না। এখনও পানি পড়ছে না আমার চোখ দিয়ে। শুধু ভাবছি এই বৃষ্টি, এই প্রাণোচ্ছল ফোঁটা আর প্রকৃতিকে নতুন রূপ দেওয়া ঋতুটি কেন আমার থেকে কেড়ে নিল আমার বন্ধুকে! হয়ত এটাই ছিল তার নিয়তি। কিন্তু তবুও এই ঋতুর আগমন আমার অনুভূতিকে ভারি করে দেয় । বছর ঘুরে যখন আমার দুয়ারে আসে তখন আমার মনে হয় সে তো একজন খুনী। হয়ত এই ঋতু কিছু মানুষের কাছে প্রতীক্ষিত।

তবে আমার কাছে বড় বেদনাদায়ক! কিন্তু বহু বছর পর যখন দেখছি ঋতুটি হয়ত সবার কাছে এক অনুভূতি নিয়ে আসে না। এইতো গাছগুলো কেমন সেজে ওঠে, নদীগুলো কেমন প্রাণ ফিরে পায়, খেটে খাওয়া মানুষগুলো কেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়! কেমন এক সতেজতা ভর করে প্রকৃতি জুড়ে। তবুও বন্ধুত্বের বন্ধন আমাকে শক্ত সুঁতোয় বেঁধে ফেলেছে তাই হয়ত পারছি না তাকে মেনে নিতে। তবে কেন যেন মনে পড়ছে বন্ধু বেঁচে থাকলে হয়ত বলতো চলনা একটু ভিজি। নিজেকে সাজাই বৃষ্টির ফোঁটা দিয়ে। এসব ভাবতে ভাবতে আজ নেমেই পড়লাম ভিজতে। আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আজ বড্ড অসহায় লাগছে নিজেকে। বুক-ফাটা কান্না পাচ্ছে আমার। আর একই প্রশ্ন কেন নিয়ে গেলে তাকে?

আজ ভীষন হালকা লাগছে নিজেকে সব অভিমান যেন চুকিয়ে ফেলেছি তোমার বর্ষণের মাঝে। নাহ! তুমি খুনী হলে তোমাকে বরন করতে প্রকৃতি সেজে উঠত না, ডাকত না কোন পাখি, শোনা যেত না বৃষ্টিতে ভেজা শিশুর অট্ট হাসির শব্দ। অভিমানী আমি জানো তো তুমি! তবে আর কোন অভিযোগ নেই আমার! সবই ছিল তার নিয়তি!

Event 03: Short Story Writing (ছোট গল্প লিখন)

স্মৃতির একটি ফোঁটা

ইফফাত কবির হাফসা
অর্থনীতি বিভাগ

বৃষ্টি, আনন্দ ও বেদনারা মিশেল হয়ে আসে। কিছুদিনের প্রচন্ড তাপদাহের পর ধরনী যেন এবার একটু শান্তিতে নিঃশ্বাস নিবে। বারি-বর্ষণে নিজের তৃষ্ণা মেটাবে। আমি সোঁদা মাটির গন্ধ পাই, মাটির এ ঘ্রাণের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই ঘ্রাণ অতীতের সকল সুখের স্মৃতি মনে করিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। মনে করিয়ে দেয় সেই প্রিয় পরিচিত ভালোবাসার মানুষগুলো আর কাছে নেই, হাত বাড়ালেই এখন আর তাদের ছোঁয়া যায় না।

নিজ নিজ জীবনের পথে চলতে গিয়ে তারা বহুদূরে সরে গিয়েছে। যার সাথে বর্ষার প্রতিটা দিন কাটত, ঝড়-ঝঞ্জার মাঝেও যে বন্ধুটার সাথে একমুহূর্ত দেখা করার জন্য, কথা বলার জন্য বিদ্যালয়ে ছুটে যেতাম, এখন হঠাৎ করেই চাইলে তাকে পাওয়া যাবে না। সন্ধ্যায় টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে সেকি ঝড়! দুজন এক ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে ছুট্ দিচ্ছি, মনের মধ্যে আনন্দ, ভয়। মুখে লেগে আছে অট্টহাসি। এমনি সময়ে লেবু দিয়ে আম মাখা খাওয়া হতো। বন্ধুদের সাথে সেই খাবারই অমৃতের রূপ নিতো। এখন মনে হয় জীবনের যেকোনো কিছুর বিনিময়ে সেই দিনগুলোকে আবার ফিরে পেতে চাইব। ফিরে চাওয়া হয়তো সবার জন্য এক নয়। এইযে জানালা দিয়ে ছোট্ট আকবরকে দেখা যাচ্ছে, তারও কি এমন স্মৃতি আছে?

বস্তির ছোট ঘরে, বৃষ্টির পানিতে একাকার হয়ে সে কি বৃষ্টিকে উপভোগ করতে পারে? বড়বেলায় তার কি কোনো সুখ-স্মৃতি মনে থাকবে? নাকি শুধু মনে থাকবে বর্ষার এই কুটিল যন্ত্রণার কথা? হঠাৎ চোখে পড়ল, এই ঝুম বৃষ্টির মাঝেও আকবরের পাশে আরো কিছু ছেলেমেয়ে জড়ো হয়েছে। তাদের কাছে আছে একটি ফুটবল। আরে! তারা হাসছে। আনন্দে মেতে উঠেছে একদল ছেলে-মেয়ে। বৃষ্টিতে লুটোপুটি খাচ্ছে তারা। কাঁদায় মাখামাখি হয়ে একজন আরেকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এমন দৃশ্য দেখে অজান্তে কোথা থেকে যেন এককোঁটা জল এলো চোখে।

বর্ষা তাদের সাময়িক দু:খ দিতে পারে। কিন্তু জীবনের আনন্দ, সুখের স্মৃতিগুলো অসীম ক্ষমতা আছে। পুরানো ফেলে আসা স্মৃতিগুলো জাগিয়ে, পুরানো মানুষগুলোকে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে? নাহ! বর্ষার তো দানের অসীম ক্ষমতার ও সীমাবদ্ধতা আছে। আবার বর্ষা অতটা নিষ্ঠুরও নয়। ফোনে নিজের সেই সবসময় মনে পড়া বন্ধুটির নাম্বার ডায়াল করলাম। ওপাশ থেকে ভেসে এলো সেই চিরপরিচিত কণ্ঠ- 'এতোদিনে মনে পড়ল?'

Event 03: Short Story Writing (ছোট গল্প লিখন)

না পাওয়ার বৃষ্টি

মাসুমা ইফতেখার
লোক প্রশাসন বিভাগ

ব্যালকনির বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাওয়া গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে অজান্তেই ফিরে গিয়েছিলাম সে সময়টায়। আমাদের কখনো প্রেম হয়নি ঠিকই, কিন্তু একটা সংসার গড়ে উঠেছিল। ছিমছাম একট ছোট সংসারে মায়ায় বাদামী চোখের তোমার স্পর্শ লেগে ছিলো। ঘুম ভাঙ্গা সকালটায় দু'কাপ রং চা আর অনুভূতির মিশ্রনে আমরা স্বপ্ন ছড়াতে বসতাম। শোবার ঘরের জানালার বাইরের ঝাঁপড়া গাছগুলো সাক্ষী ছিলো আমাদের সংসারের। ঝিম ধরা দুপুরটাই আলসে বিছানায় আঙ্গুল বুলিয়ে আমি তো কেবল তোমার অনুপস্থিতটাই অনুভব করতে চাইতাম। এরপর তোমার পছন্দের চিংড়ির মালাইকারি আর সাদা ভাত বেড়ে দিতে গিয়ে আমার সারাদিনে জমানো সব শূণ্যতা কোথায় পালিয়ে যেতো। আমার কল্পনার সে ঘুম, রেস্তোরার গল্প নিয়ম করে তোমাকে শোনাই, তা মূলত আমাদের সপ্তাহান্তের সন্ধ্যা কাটতে যাওয়া। ছোট কফিশপটার রূপান্তর। কল্পনার আর অনুভবে মিশ্রণে তুমিই হয়ে ওঠো আমার গোটা সংসার।

রাত করে সোডিয়াম বাতির নিচে হাঁটতে গিয়ে যে পরম নির্ভরতায় আমি তোমার আঙ্গুল আঁকড়ে ধরে থাকি, তা মূলত মায়ের পরের সবচেয়ে ভরসার হাত। রাত করে দুঃস্বপ্নের ঘোরে ঘুম ভাঙা একটা অসহায় মন নিয়েও কেবল তোমাকেই খুঁজতে যাওয়ার অভ্যাস! তোমার মনে পড়ে? ঝুম বর্ষায় এই নোংরা শহরটা তলিয়ে যেতে থাকার দিন বৃষ্টির ছাঁট থেকে তোমাকে আড়াল করার বাহানায় আমার আচঁলে ঢেকে নিয়েছিলাম? মূলত তখন আমার কল্পনার সংসারের মায়াটাকে বেধেঁ ফেলেছিলাম অবচেতনভাবেই... এরপর থেকে আর কখনো তোমাকে আলাদা মানুষ বলে বুঝতে শিখিনি।

একটা মানুষ যখন গোটা সংসার হয়ে যায়,তখন কি তাতে বিচ্ছেদ আসে কখনো? একটা সংসারে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ ফাটল ধরে কখনো? কেন আমাকে আড়াল করে রেখেছিল রূপ সত্যের ওপারে? আমি কেবল তোমাকেই চাইতাম, আমি আমার একটা সাজানো সংসার চাইতাম। কার্নিশে বাসা বাঁধা চুড়ই উড়ে যাওয়ার সময় ফেলে রাখা পালকের মতো তুমিও কেনো অধরা থেকে গেলে?

সেদিন জানিয়েছো, তোমার এতদিনকার চেপে রাখা সত্য, আমার সবখানি আশা, আমার সাজানো কল্পনার সংসার নিমিষে অতলে তলিয়ে গেলো! কই, তোমার কাঁচের সমুদ্রের মতো বাদামী চোখে তো লেখা ছিলো না তুমি অন্য ধর্মে বিশ্বাস করো। আমার সংসারের কোনো মায়ায় তো কখনো আসেনি এই রূঢ় বিচ্ছেদের সুর। সবকিছু তুচ্ছ করে একটা আদিম কারন টানিয়ে তুমি যখন বিদায় নেবেই কেন মায়ায় জড়ালে? অভিমান জমলে মা কি কখনো সংসার ছাড়তে পারেন? চির অভিমানেও তেমন আমার একান্তই নিজস্ব না হওয়া একটা গোটা সংসার আমি এখনো ছাড়তে পারিনি। বাইশটা বর্ষা এরপর পেরিয়ে গেলো, আমার দক্ষিণা জানালার বাহিরের সাক্ষী থাকা গাছেরাও এখনো আমার সংসারের মায়া এড়াতে পারেনি। আর কত বর্ষা পেরুলে স্মৃতি বিদায় নেয়? ঠিক কতখানি একা হলে স্মৃতির মৃত্যু ঘটানো যায়?

Event 03: Short Story Writing (ছোট গল্প লিখন)

বৃষ্টির বিলাপ

মোস্তফা জামান কায়সার
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ঘুম থেকে উঠেই চা হাতে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা আমার প্রতিদিনের অভ্যাস, সাথে আজ শুক্রবার, অফিসে যেতে হবে না। এই সুন্দর বৃষ্টিমুখর দিনে অফিসে গিয়ে গোমড়ামুখে কাজ করতে কারইবা ভালো লাগে? বাইরে কি সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে! বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ, সাথে একটু পর পর সময় নিয়ে মেঘের গর্জন! আমি আনমনে তাকিয়ে আছি বাইরে। হঠাৎ এসে হাজির হলো ইতি। ওহ, বলাই তো হয়নি! ইতি হচ্ছে আমার সুখ, যে সুখকে সারাজীবনের জন্য আমার কাছে নিয়ে এসেছিলাম ২ বছর আগে। আমি পরিবারের ছোট ছেলে, বাবা মারা যাওয়ার পর অনেক কষ্টে আমাদের ২ ভাইবোনকে বড় করেছেন মা। মেঘলা আপুর বিয়ে হয়েছে গত বছরই। পরিবারে তাই এখন আমি, মা এবং ইতি।

ইতি এসেই বললো, "বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি না দেখে ছাদে চলুন জনাব। বৃষ্টি উপভোগ করতে হলে বৃষ্টিতে ভিজতে হয়, প্রতিটি ফোঁটা যখন গায়ে গড়ে, উফফ্ কি সুন্দর অনুভূতি"! আমি বললাম,"মাত্র জ্বর থেকে উঠলাম, আজ আবারো জ্বর না বাঁধালেই কি নয়"? "তোমাকে দেখে কে বলবে বলো তো? এই মন নিয়ে তুমি কবি"-চেঁচিয়ে উঠলো ইতি। বউয়ের রাগ কীভাবে থামাতে হয় তা তো আমি জানি, তাই দুই হাত ধরে চোখে চোখ রেখে বললাম "আমি একজন মায়াবতীর মায়ায় আটকে আছি, যার কাজল কালো চোখের মায়ায় আমি ডুবে যাই। সেই মায়াবতীর প্রতিটি কথাই যেন ঝর্ণার কলতান আর তার চোখজোড়া আমার বাধ্য করে শত সহস্র কবিতা লিখতে" ব্যস্! বউয়ের রাগ তখনই উঠে গেলো।

মায়াভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "একদিন যখন আমাদের কোলে এক রাজকন্যা আসবে, সেই রাজকন্যার নাম দেবো বর্ষা! আমরা শহর থেকে অনেক দূরে একটা বাগানবাড়ি করবো, চারপাশে শুধু গাছ আর গাছ! আমি সবগুলো গাছের খুব করে যত্ন নেবো, তোমার কোলে থাকবে আমাদের রাজকন্যা। সেও আমার মতো বৃষ্টি প্রেমী হবে। আকাশ কালো করে যখন অঝোর বেগে বৃষ্টি নামবে, আমরা সেই বাগানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজবো"। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ইতির কথা শুনছিলাম।

আমার জীবনের সকল সুখ এনে দিয়েছে মেয়েটা। বৃষ্টি পড়লেই ইতি এভাবে আনন্দে মেতে ওঠে। আমি বললাম, "ঠিক আছে, করবো। তুমি এবার তৈরি হয়ে নাও তো, ছাদে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজবো", হঠাৎ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো মা, মায়ের চোখে জল, আমার দিকে তাকিয়ে কাঁদছে আমি বললাম, "মা কাঁদছো কেন? ইতি দেখতো"। বলেই পেছনে ফিরে দেখি কেউ নেই। ইতি কোথায় গেলো? মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'বাবা, তুই জানিস না ইতি আর নেই? বউমার জন্য কি আমার কম কষ্ট হয়? আজ ৬ মাস হয়ে গেলো বউমা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তুই এখনো সে শোক ভুলতে পারিছিস্ না বাবা! কেন এমন করিস? তোর চিন্তায় আমি সারাদিন অস্থির থাকি"। আমি কিছুই বললাম না। চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম, পরক্ষণেই মনে হলো, আমার চোখে জল! আর ঐ আকাশে বসে ইতি তাকিয়ে হাসছে!

Event 03: Short Story Writing (ছোট গল্প লিখন)

অনুভূতি

নিশাত সানজিদা তাকিয়া
আইন বিভাগ

আমি স্বপ্ন বুনছি আমার মনের আঙ্গিনায় যা আমার মনে সজ্জিত ও বিস্তৃত ছিল বহুকাল আগেই। বহুকাল বলা ঠিক হবে না; এইতো সেই ১৪ই মার্চ গেঁথে আছে স্বপ্নলোকে আমার। আমি এ বছরের কথা বলছিনা, বলছি সেই গত বছরের কথা যেদিন আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম রঙ্গিন ভোরের অপেক্ষার। তবে, আমি কেন মার্চের কথা বলছি? বলছি না কেন শ্রাবণের কথা তা যেসময় ধরনী হয় শান্ত, স্নিগ্ধ, মমতাময়ী, মায়াবী ও প্রাঞ্জল। বলছি না প্রথমে শ্রাবণের কথা কারণ আমি স্বপ্ন দেখেছি যা, বাস্তবে রাঙ্গিয়ে তোলার সময় ছিল শ্রাবণ। শ্রাবণের এই অবিরল, অবিচ্ছিন্ন, অবিরাম বারিধারা আমাকে বার বার মনে করিয়ে দেয় শুধু সেই মার্চের কথা। সেসময় রৌদ্রতপ্ত সোনালি দুপুরে ছাউনির নীচে বসে এলোমেলো, সজ্জিত, পরিকল্পিত কত গল্পই না বুনেছি।

মার্চ শেষে গ্রীষ্ম ঋতু পেরিয়ে আবার এলো বর্ষা, জাগ্রত হয়েছে আমার মনের পুরনো লুকোনো আশা, সেদিন শিউলি গাছের নীচে পাশেই ছিল কদম, আর আমি বিভোর ছিলাম সন্ধ্যামালতী, দোলনচাপা ও কদমের মতো সুন্দর রঙ্গিন স্বপ্ন নিয়ে। বসার সময় আমার পাশে, কাছের কদমগাছ থেকে দুটোফুল নিচে পড়ল। আমি বুঝলাম না গাছ কি আমায় ফুল উপহার দিল? নাকি আমায় বুঝালো যে, সুন্দর ফুলের মতোই রঙ্গিন সুন্দর স্বপ্ন ও ঝড়ে পড়ে, তবে তা শেষ নয় (পালাক্রম ও নিয় চিরকাল)? গাছের ফুল যেমন পড়ে ফুলশূণ্য হয়, স্বপ্নও স্বপ্নশূন্য হয়ে থাকে বারোমাস আর ছয়ঋতুতে আমার যেন ফুলে সম্পূর্ন ও ফুলশূন্য গাছ বোঝালো স্বপ্ন নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে, আমি যখন একলা ও আপন মনে ভাবতে থাকি সবকিছু বর্ষার হাওয়া, বারিধারা শান্ত, স্নিগ্ধ, সবুজে শ্যামলে বিস্তৃত ও অপরূপ সাজে সজ্জিত ঋতু মনে করিয়ে দেয় ধরনীর বুকে এ বারিধারা ধুয়ে দেয় সব দুঃখ, গ্লানি, মুছে যায়, আগমন ঘটায় স্বপ্নীল জানালার।

বর্ষার সময় এ বৃষ্টি আমাকে মনে করিয়ে দেয় পুরোনো ব্যথা, পুরোনো কথা, আমি পুরোনোর পাশাপাশি স্বপ্ন বুনতে পারি আমার আমাকে নিয়ে, রঙ্গিন কল্পনায় যেতে পারি, স্বপ্নের জগতে বিস্তৃত হয় আমার ভাবনা, আমি সময় পাই ভাবনার, জানবার, জানাবার, এ বারিধারার অপেক্ষা করতে আমি বহুকাল রাজি। আমার এ স্বপ্ন কি? সে কি আসলে বারিধারা নতুন রঙ রূপ দিয়ে আমাকেও সাজিয়ে তুলেছে সুসজ্জিত রূপে?

স্বপ্নের সীমানা হয় না, কলমে সীমাবদ্ধ করা যায়না। স্বপ্নের অশেষ বিশেষ সীমান্ত এভাবেই স্নাত ও স্ফূর্ত হয়ে ধরা দেয় ক্ষণে ক্ষণে আর পরিবর্তন শিখিয়ে দিয়ে যায় এ ঋতু।

বৃষ্টির বিন্দু বর্ষার সময় প্রকৃতির গল্পে আমাকে রাঙ্গিয়ে দিয়েছে নতুন আমিত্বে। মানুষ কাজে, কর্মে, স্বপ্নে, গল্পে, সাধনায়, আনন্দে, আগ্রহে, অপেক্ষায়, আশা, নিরাশায়, পরিশ্রমে, বললাম তো আমি পুরো জীবনকে নিয়ে গল্প। ১৪ই মার্চ তো শুধু তারিখ নয় এ আমি বোঝালাম নির্দিষ্ট তারিখে লিপিবদ্ধ করা পুরো জীবনের গল্প।

সেই ১৪ই মার্চ হলো বৃষ্টি বিন্দু। বললাম তো ইন্দ্রজাল মাখানো পুরো জীবনের গল্প।
সেটা গল্প ও সত্যি।

Event 03: Short Story Writing (ছোট গল্প লিখন)

বর্ষার নানা রং

রিদ্ওয়ানা ইসলাম রুহামা
ইংরেজি বিভাগ

ভেজা গ্রিলে হাত রেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আনমনে ইলশেগুঁড়ি দেখছিলাম। শালিক ছানাটি ভেজা চুবচুবে হয়ে এসে বসেছে সেগুন গাছের পাতার আড়ালে। শীত লাগছে কি ছানাটির? তবে বৃষ্টির সাথে হালকা বাতাস আমার গায়ে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে।

"আফা, আত্ত বৃষ্টিত বিজি"
"নারে, তোরা বিজ মনি"
"আওনা আন্টি"
"আরেকদিন তৃষা"

কোয়ার্টারের সামনের বাচ্চাগুলোর কান্ড দেখছি আমি বারান্দা দিয়ে বাচ্চাগুলো মাঠের এ মাথা থেকে ও মাথা দৌড়িয়ে ভিজছে। নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেলো, আমিও তো একই কান্ড করতাম।
ভালো লাগছেনা কিছু। সেই ঈদের দিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। ঈদটাই যেনো পানসে হয়ে গেছে। অবশ্য ঈদের দিন সকালে মনের আনন্দে ভিজেছিলাম আমি। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বৃষ্টি যে দেশের সে দেশে ঈদের দিন বৃষ্টি হলে, বৃষ্টিতে ভিজে উদযাপন না করলে হয় নাকি!
"ওখানে কী করছো? ঠান্ডা লাগবেনা? রুমে আসো" বাবার কথায় নিজের দিকে খেয়াল এলো আমার বাচ্চাগুলোও চলে গিয়েছিলো অনেক আগে।রুমের দিকে পা বাড়ালাম আমি।

(২)
"না পাওয়া যায়নাই এহনো"
"বৃষ্টিত বিইজ্জা কেউ আইতে চাইতেছেনা"
"ফোন দিছলাম তো"
"আইচ্ছা, দেহি,"
হাসপাতালের ৩০৪ নাম্বার রুমের বেডে শুয়ে মাহিনের বলা কথাগুলোই শুধু কানে এলো আমার। নার্স এসে ইঞ্জেকশন দিয়ে গিয়েছিলো কিছুক্ষণ আগে। এখন ঘুম ঘুম লাগছে।

(৩)
"আপু, আসবো?"
"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবির আয়, কী খবর বল?"
"আমিতো ভালো, তোমার শরীর এখন কেমন?"
"আলহামদুল্লিাহ, ভালো আছিরে, এখন মোটামুটি সুস্থ্যই,"
এপেন্ডেসাইটিসের অপারেশনটা ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছিলো সেদিন। রাতেরবেলা কাকভেজা হয়ে, রাস্তার হাঁটুজল পেড়িয়ে মাহিনের একটা ফোনেই রক্ত দিতে এসেছিলো সেদিন আবির। আমার পরিচিত এতজনের নাম্বার থাকলেও ঐ বৃষ্টির দিনে কেউ আসেনি। মাহিনের এই বন্ধু, না আমার এই ভাই এসেছিলো বৃষ্টির নতুন বার্তা নিয়ে।

সত্যি, প্রকৃতির অদ্ভুদতম নিদর্শন এই বৃষ্টি। বৃষ্টি কখনো ফিরিয়ে নিয়ে যায় আমাদের ছেলেবেলায়, দুরন্তপনার দিনে; কখনো হাসায়, কখনো কাঁদায়, আবার কখনো বা তৈরি করে দেয় এমন নতুন বন্ধু, দেখায় তার নতুন রঙ।

Event 03: Short Story Writing (ছোট গল্প লিখন)

বিষাদ বিলাস

উম্মে মুসলিমা জ্যোতি
ডিএমআর বিভাগ

জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে নিতে সকল ধারা যেন ধুয়ে মুছে যাবে এই বারিপাতে। বাতাসের ঝাপটায় বার বার বৃষ্টিকণা আমায় এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে কেউ এখন আমায় দেখলে বুঝতে ভুল করবে, কোনটা জলবিন্দু আর কোনটা আমার অশ্রু বিন্দু। এই ভেজা ভেজা গন্ধটা বারবার যেন আমায় উসকে দিচ্ছে। এতোদিনের চেপে রাখা সকল আর্তনাদ আজ স্রোতের তোড়ে ভেঙ্গে যাওয়া বাঁধের ন্যায় বাইরে আসতে চাচ্ছে। ইচ্ছে করছে চিৎকার করে কেঁদে উঠি। আরে-কটা বার জানতে চাই ইমনের কাছে। কেন করলে তুমি আমার সাথে এমনটা? আরেকবার ওকে বলি, তুমি তো আমার কাছে আমার পুরো পৃথিবী ছিলে। ছিলে আমার পড়া একমাত্র উপন্যাস। জীবন্ত উপন্যাস। যার প্রতিটা পাতা আমি পড়ছিলাম ধীরে ধীরে হাতে অজস্র সময় নিয়ে। অথচ তোমার কাছে সময়ের ছিল বড্ড অভাব। শুধু নিজের অপূর্ণতাই এখন আমায় বার বার কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। আর মনে হয় সময়ের কেন এতো অভাব! বৃষ্টি ধারার মাঝেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। রাস্তায় জ্বলে উঠলো নিয়নবাতি। সেই আলোয় লালচে মুক্তোর ন্যায় ঝরে পড়া বৃষ্টি ধারা থেমে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। ক্যাফেতে আটকে পড়া লোকেরা আস্তে আস্তে বের হতে শুরু করলো। তবে রুফটপের ওপাশটায় এখনো দুজোড়া কপোত-কপোতী শান্তভাবে বসে আছে। ওদের কোনো তাড়া নেই। ওদের দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো আমার। একই বৃষ্টি, একই বৃষ্টিবিন্দু কারো মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে বিষদের মেঘমালা আবার কারো মাঝে সুখপরশ। কী-অদ্ভুত।

বৃষ্টির পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেলেও নগরীর মানুষের ব্যস্ততা এক অংশেও কমিয়ে দিতে পারেনি। বরং ব্যস্ততা কিংবা ভোগান্তি যেন আরো কয়েকগুন বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। আমার গাড়ি আটকে আছে সংসদ ভবনের সামনে। সদ্য বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে বাঁধানো ইটের সমস্ত ময়লা। রাতের ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পোড়ামাটির লালচে রঙ যেন ঠিকরে বের হচ্ছে। তারমধ্যে ধীরে ধীরে জমে উঠছে সান্ধ্যকালীন জমায়েত। ফুল বিক্রি করা বাচ্চা দুটো দৌঁড়ে যাচ্ছে বার বার এর ওর কাছে। বিক্রি করছে কাছে থাকা হলুদ-লাল গোলাপ, বেলি আর নীল রঙা এস্টার। লিচুতলায় হঠাৎই আমার চোখটা আটকে গেল। ক্ষণিকের জন্য নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যে জায়গাটা আমার আর ইমনের সবচেয়ে প্রিয় ছিল সেই জায়গাটাতেই ইমন বসে আছে। তবে ও একা নয়। ওর সাথে হাস্যোজ্জ্বল আরো একজন। না অপরিচিত কেউ নয়। সুমনা, সুমনা নূর। যাকে কী আমার কাছের লোকজন বলতো আমারই কার্বন কপি। ওরই মাঝে সবাই আমার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেত। ইমনের চোখে মুখের আনন্দটা ল্যাম্পপোস্টের আলোতেও ম্রিয়মাণ হচ্ছে না। ও সহাস্যমুখ আর নূরের উপস্থিতি যেন আমায় বিদ্রুপ করছে। আমার নিয়তির অট্টহাসি আমি শুনতে পাচ্ছিলাম তখন। বিধাতার কাছে কেবল একটাই প্রার্থনা ছিল আমার নিজের প্রিয় মানুষটির প্রিয় মানুষ অন্য কেউ এই পরিস্থিতির মখোমুখি যাতে আমাকে কখনো হতে না হয়। অথচ আজ বিধাতা আমায় সেই চরম অস্বস্তি, চরম বেদনার মাঝেই দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি বুঝতে পারছি না আমার আসলে কী করা উচিত। ছুটে গিয়ে ওর কাছে কৈফিয়ত চাওয়া উচিত নাকি সবই দুঃস্বপ্ন ভেবে চোখ বন্ধ করে চলে যাওয়া উচিত? এরই মাঝে হাওয়া ছুটলো আবার, জ্যাম না ছুটলেও গুড় গুড় করে নামলো বৃষ্টি। আমার চোখের সামনে আমি তখন দেখতে পেলাম আমার প্রিয় মানুষটি বৃষ্টিবিলাস করছে তার প্রিয়তমাকে নিয়ে। যে কী না আমারই প্রতিচ্ছবি। বিধাতার হয়তো একটু দয়া হলো। জ্যাম ছেড়ে গেল। আমার গাড়ি সাঁই সাঁই করতে ছুটতে শুরু করলো সংসদ আর ওদের পেছনে ফেলে।
গাড়িতে তখন বাজছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের,

> "এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন
> কবে যাব, কবে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।"

না সেই নিমন্ত্রণ আমার ভাগ্যে জুটলো না। হয়তো সবার ভাগ্যে সব জুটতে নেই।

Event 04 : Drama (নাটক)

বর্ষা রোদন

জান্নাতুল মাওয়া রোজা
ইংরেজী বিভাগ

চরিত্রসমূহ :

১. মেঘ
২. মাঝবয়সী নারী
৩. নোলক মেঘেরবন্ধু
৪. কন্ডাক্টর
৫. ড্রাইভার
৬. আবির
৭+৮. ২জন উপস্থাপক/উপস্থাপিকা

বৃষ্টিভেজা কোনও একদিন

আবির : কিরে মেঘ? কোথায় যাচ্ছিস? কি সুন্দর বৃষ্টি। আজকে না আমাদের ডিপার্টমেন্টের ফুটবল ম্যাচ আছে। দেখবিনা তুই?

মেঘ হাসিমুখে : না আসলে আমার টিউশন আছে, তোরা জিতে আয়। তোদের জন্য শুভকামনা রইলো।

আবির : তোর কি মন খারাপ নাকি? আমার সাথে চলে আয় না!

মেঘ: আরে না, মন খারাপ না। কাল রাতে আমার ঘুম হয়নি। আজ আসি হ্যা?

আনমনে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে আসে মেঘ।আকাশ কালো হয়ে আছে, গুড়িগুড়ি বৃষ্টিও পড়ছে। ভারি স্নিগ্ধ পরিবেশ। মেঘের অবশ্য মনটা খারাপ হয়েছে বৈ কি। হাটতে থাকে বাস স্টপের উদ্দেশ্যে।

এমন সময় ফোন বেজে ওঠে।

নোলক : কিরে! বের হয়েছিস? আজকে না তোর রেজাল্ট দেয়ার কথা,কেমন হলো রে, মিষ্টি কবে খাওয়াচ্ছিস?

মেঘ (ঝাঝালো কণ্ঠে) : কিসের মিষ্টি! (দুঃখীস্বরে)

এইভাবে রেজাল্ট খারাপ হতে থাকলে আমি হয়ত চাকরিই পাবোনা। ভালো কিছুই হয়ত আমার কপালে জুটবেনা।

নোলক : আহহা এভাবে বলছিস কেনো! আংকেল অসুস্থ,সংসারের হাল তুই ধরার চেষ্টা করছিস। মন ভালো নেই। এতোসবের মধ্যে রেজাল্ট খানিকটা খারাপ হবেই। এটাকে নিয়ে ভেংগে পড়িস না বোন আমার জীবনটাকে না পাওয়ার চিন্তা দিয়ে জটিল করে তুলিস না।

মেঘ (বিষন্ন কণ্ঠে) : হুম।বাসে উঠবো এখন। রাখি।

বাস পাওয়ার পর

এমন বৃষ্টির মাঝেও প্রায় ফাকা একটা বাস পেয়ে গেলো মেঘ, ভিড় ভাট্টা নেই। অন্যদিন এমনটা হলে খুশিই হতো, কিন্তু আজ যে মেঘের মনটা খুব খারাপ। বাসের সিটে বসে আনমনে ভেবে যায়

মেঘ মনে মনে : রেজাল্ট বারবার খারাপ হচ্ছে। জমানো টাকা সব যেনো ওষুধ কিনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। নিতান্তই সাধারন মা,অসুস্থ বাবাটার কিছু হয়ে গেলে পুরো পৃথিবীর ভারটা যে আমাকে নিতে হবে। আমার এই দু:খগুলো কি কারো বোঝার সাধ্য আছে। দুশ্চিন্তায় কেটে যাচ্ছে জীবন।

বাসে আজ মানুষ বেশি নেই আকাশ প্রচন্ড মেঘলা। মেঘ বসেছে লম্বালম্বিভাবে পাতানো মহিলাদের সিটে। মেঘের পাশে একটা মাঝবয়েসী মহিলা।

বাসে বসেই আবার ফোন বের করে নোলককে কল দেয় মেঘ।

মেঘ : বাসে উঠলাম। স্যরি রে,তুই এতো সুন্দর করে বুঝাচ্ছিলি তাও কিভাবে ফোনটা রেখে দিলাম।

নোলক : ব্যাপার না রে, আসলে আমিও তো তোর জায়গায় নেই। তাই তোর দুশ্চিন্তাগুলো হয়তো সত্যিই বুঝতে পারছি না।

মেঘ : না তুই ঠিক। কিন্তু দেখ, সবার ভারটা এখন আমার উপরে,দুইটা টিউশনি করে কি কিছু আসে? তার উপর রেজাল্ট টা এতো খারাপ..আমি খুব আশাহত। আমার মতোন লড়াই কয়জনই বা করে।

নোলক : জানি রে। হয়তো এটাই বাস্তবতা রে। শোন? তুই যদি বলিস আমি বিকালে আসি? তোর সাথে বসে দুটো গল্প করবো,দু-ইজনেরই মন ভালো হবে তাহলে।

মেঘ : এটা জিজ্ঞেস করতে হয় বুঝি? ১০০ বার আসবি।

নোলক : আচ্ছা, আমি চুলায় রান্না বসিয়েছি,যাই। বিকালে দেখা হচ্ছে।

মেঘ ফোন কেটে দেয়। সবেমাত্র ১২ টা বাজে। এখনো লম্বা একটা দিন বাকি। মন খারাপের দীর্ঘ একটা দিন।

মেঘের সাতপাঁচ ভাবার মাঝেই পাশে ভদ্রমহিলা নড়েচড়ে বসলেন।

ভদ্রমহিলা : উপমা!!! এই কিরে? আমার পাশে বস, তুই ভিতরে কেন বইসা আছোস!

মেঘ বিব্রতবোধ করে,

(এটা কি ওনার বাসা নাকি,এভাবে চিল্লানোর কি মানে!)--বিরক্ত হয়ে ভাবে।

ভদ্রমহিলা আবারও রুক্ষকণ্ঠে ডেকে উঠলেন

ভদ্রমহিলা : এইই মা!! তোরে কি বলতেছি কথা কানে যায় না!??

মেঘ চেয়ে দেখে,

ছোটো খাটো পরিপাটি মাঝবয়েসি মহিলা, মুখে ভিষন ক্লান্তির ছাপ। চোখ জোড়া খানিকটা লালচে।

মেঘের চিন্তায় ছেদ পড়লো ড্রাইভারের কথায়,

ড্রাইভার (খানিকটা সংকোচ করে) : আপা,আমনে পা নামাত বহেন। অন্য প্যাসেঞ্জার বইবো তো।

(অভিনয় করে দেখাবে)

ড্রাইভারের কথায় ভদ্রমহিলাটির যেনো খেয়াল হলো তিনি যে বাসে, পা জোড়া নামিয়ে বসলেন। যেনো এতোক্ষন নিজের বাড়ির সোফায় বসেছিলেন।

ভদ্রমহিলার এরুপ আচরনে, হঠাতই মেঘের খেয়াল হলো, বাসে মারিয়া বলে কেউ তো আদৌ নেই! কেউ সাড়া দেয়নি এতোক্ষনেও। তার চোখজোড়া সব সিটের মাঝে কোনো এক মারিয়াকে খুজলো এক মুহুর্ত।

কন্ডাকটর : আপা ভাড়া?

(অপঃ)

মেঘ ১০ টাকার একটা নোট এগিয়ে দেয় ঘোরের মধ্যে। কন্ডাকটর মেঘের মুখে কনফিউশন দেখে ফিসফিস করে বলে,

কন্ডাকটর : এই আপা পাগল। অনেকক্ষণ যাবত বাসে বসা,কই যাইবে কয়ও না। খালি মেয়ের নাম ডাকে। আল্লাহ জানে ওনার মেয়ের কি হইছে..আপনি কই নামবেন?..

মেঘ উত্তর দিয়ে আবার মহিলার দিকে চাইলো,

আর চাইতেই দেখে মহিলাটা জানালা দিয়ে বিষন্ন মুখে বাহিরে চেয়ে আছে। চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় পানি ঝরছে,মুখে কোনো আওয়াজ নেই, কোনো বিলাপ নেই অথচ জল ভরা চোখে রাজ্যের অসহায়ত্ব।

মেঘ মহিলাটার কাছে এগিয়ে যায়,

মেঘ: আপা? বলছিলাম,আপনি কোথায় নামবেন?

(অপঃ)

ভদ্রমহিলা ভাবলেশহীন ভাবে চাইলো মেঘের দিকে।

ভদ্রমহিলা : কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল।

মেঘ : ওও..আমিও সেখানে নামবো। আমার আব্বুর ওষুধ কিনবো। তা আপনার বাসা কোথায়?

(অপঃ)

মেঘের প্রশ্ন উপেক্ষা করে মহিলা বলে ওঠে,

ভদ্রমহিলা : আমার মেয়ে..ক্লাস থ্রি তে পড়ে।

মেঘ : ছোট্ট মেয়ে আপনার, আমার মেয়ে বাবু ভালো লাগে খুব। তা ও বুঝি হাসপাতালে..?

(অপঃ)

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে বসে মেঘ।

ভদ্রমহিলার চোখে আবারও পানি ভরে আসে, অসহায় কণ্ঠে বলে,

ভদ্রমহিলা : আসলে আমার মেয়েটা, ৫ দিনের ডেংগু জ্বরে হঠাত মইরা গেলো। আমি বুঝি নাই এতো জলদি সব কেমনে হয় । ওয় খালি বলতো ওর গা অনেক ব্যথা, হাসপাতালে নিলাম,আর তারা এডমিট কইরা নিলো। আমার ছোট্ট মেয়েটা অনেক কষ্ট পাইয়া মরলো। ভাবতাম জরটর সবই না পড়ার বাহানা।আমার ছোট মেয়েটা..

একযোগে সবটা বলে অসহায়ের মতোন কান্না করতে থাকে মহিলাটি। মেঘেরও চোখে পানি.. তার পাশে একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত মা বসে আছে,সন্তানহারা,অসহায়।

ভদ্রমহিলা : ওর বাপে আমার ওই বাড়িতে পা রাখতে মানা করছে,সব দোষ আমার,আমিই মেয়েটার এই অবস্থার জন্যে দায়ী।

(অপঃ)

মেঘের খেয়াল হলো,মহিলাটির পা জোড়া খালি।

বাহিরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি,সেই বৃষ্টির আওয়াজে,ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মহিলাটির ফোপানোর শব্দ। মেঘ নির্বাক বসে আছে।

সন্তানহারা মা কে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা যে তার নেই। মেঘ : "এতোদিন ভাবতাম সব কষ্ট আমার একার,অথচ আজকে এমন পরিস্থিতিতে না পড়লে তো বুঝতেই পারতাম না যে পৃথিবীটা যে কিছু মানুষের জন্য আরো কঠিন।"

ভাবতে ভাবতেই ফোন বেজে ওঠে মেঘের।

নোলক : হ্যা রে শুন,আমার খিচুড়িনা নিচে দিয়ে পুড়ে গেছে, কিযে কান্না পাচ্ছে। তুই কি কান্না করছিস নাকি? মেঘ?? কোথায় তুই?

মেঘ : আমি খামোখাই এতোদিন মন খারাপ করে ভাগ্যকে দোষ দিয়েছি,ভুলে গেছিলাম যে আমার থেকে বড় দু:খ দু:খ বহু মানুষ বয়ে বেড়ায়..আমি খুব ভুল ভাবতাম রে,তোকে সব বলবো আজকে।

নোলক : আচ্ছা সব শুনবো। তুই জলদি আয়।

মেঘ কথার ফাকেই খেয়াল করলো পাশের সিটখানা ফাকা। খেয়ালই করে নি নাম না জানা মহিলাটি কখন নেমে গেছে। বৃষ্টিস্নাত বাসের কাচে ঝাপসাভাবে নিজের স্টপেজ দেখতে পায় মেঘ।

আবারও একরাশ মন খারাপ ঘিরে ধরলো তাকে..

নামতে নামতে মেঘের খেয়াল হয়,

এই ঘোর বৃষ্টির দিনে এক পাগল মা তার গত হওয়া সন্তানকে খুজে বেড়াবে হাসপাতালে,ঘুরে বেড়াবে উদ্দেশ্যহীন ভাবে। তার যে যাওয়ার জায়গা নেই। কখনো কাদবে আর কখনো ভুলে যাবে নিজের ঠিকানা..

বাস থেকে নেমে যায় মেঘ।

(মেঘের পরে মেঘ জমেছে)

তার অন্তর্নিহিত মনের ভাবনায় সমাপ্তি হবে এই নাটিকার :

আহারে জীবন কতোই না বৈচিত্রময়, ঠিকযেনো এই বৃষ্টিভেজা মেঘলা দিনের মতোন। কেউ হয়তো এমন সুন্দর দিনে নিজের আবাসে ঘুমাতে পারছে না, আর অন্য কেউ হয়তো টিনের ঘরে চুইয়ে পড়া বৃষ্টির পানিকেও অগ্রাহ্য করে শান্তিতে ঘুমুচ্ছে।নিজেকে প্রতিজ্ঞা করছি, আর কখনও নিজের কষ্টকে অন্যের কষ্টের তুলনায় বড় ভাববো না.

(অপঃ)

আর এভাবেই নিজের মতোন চিন্তা করতে করতে এগিয়ে যায় মেঘ..

সমাপ্তি।

সংক্ষিপ্ত

অনার্সপড়ুয়া মেঘ জীবনের নানা বিষয় নিয়ে হতাশায় ভুগছে, পরিবারের ভার নিজের কাধে নিয়ে ক্লান্তির পথচলা তার। মেঘের ধারনামতে তার মতোন সংগ্রাম কেউ করে না। এরই মাঝে বর্ষনমুখর একদিনে বাড়ি ফেরার পথে ক্ষনিকের জন্য তার পরিচয় হয় এক মায়ের সাথে। মানসিক বিকারগ্রস্ত সন্তানহারা মহিলাটি অল্পক্ষনের পরিচয়েই মেঘের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়ে যায়। মহিলাটি যেনো কিছু না বলেও দিয়ে যায় বাকিজীবন চলার জন্য অমুল্য এক ধারনা।জীবনে চলার জন্য এরকম শিক্ষা বৃষ্টিস্নাত স্নিগ্ধতার মতোনই প্রয়োজনীয়।

Event 01: Photo Story

Umbrella: An Emblem of Strength

Md Toriqul Islam
Department of PCHR

An umbrella can not stop the rain but it helps to stand in the rain. Similarly confidence may not give us success but it gives us the strength to face any challenges. Umbrella is like strength. As a result of the rain that falls during the monsoons, there is a lush greenery all around. Our university is no exception to that. Water on one side of the Manpura floating bridge is stagnant but on the other side it is flowing. What could be better than this?

Canna or 'Yellow King Humbert' is not a flower of monsoons but they maintain their existence even in this unfavorable climate just like we survive in the tertiary institutions despite various adversities. The flag of our university has also stood its ground against various adversities and is flying in its basin even during monsoons.

Event 02: Self-Composed Poetry

Debauched with Dewy Rain

Nujhat Aslam Nieon
Department of English

Debauched with dewy rain,
I embraced the asphalt pavement.
My back against the half moist air,
Kept the road company.

I counted the drops as they fell..
One by one, yet many
Drenched my soul with cold caress-
Stirring my precipitated gloom.

Half dazed I stayed drowned,
On my existence they trickled down,
One by one they whispered-
A song with a serene tune.

Though that hardly numbed me,
I inhaled the chronic pain..
Hanging from the thread called life,
Swallowed my helpless self…

I floated above and felt
The throbbing thirsty hearts
crying for a rain…

So I came down as pleasure to a
lonely heart
A fantasy to a waiting lover
A drop of life to a withered rose
A hope of dream to a street child
A plot to a poet's mind
A melody to a singer's song
A drop of rain to a fountain
where once I was born.

Event 03: Short Story

Self Reflection on a Rainy Day

Khaleda Akter Kona
Department of PCHR

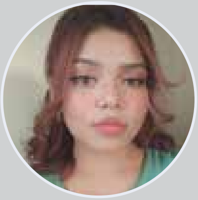

While having my perfect cup of coffee. I closed my eyes for few minutes. I saw a little girl running in heavy rain. She was smiling even when she was tired of running. Yes, that was me. I am kona, a 37 years old woman. I am married to my childhood friend Aziz. Just like today Aziz & I used to have wonderful time to spend together. What a beautiful rainy day. As I am done with drinking my coffee, I hear Aziz walking up & coming towards me telling me the same thing, how our childhood used to be in such weather like this!

I started recalling the beautiful moments. But as we age we have responsibilities and with that we have to understand life and make some good choices in it.

We have such hectic life as we grow. We have to work all the time and stay busy so we can achieve our highest potential. We get so busy chasing successes that we almost forget to live life. As my husband and I were discussing this topic, he said to me how important it is to sit with your own thoughts.

By doing that we can appreciate life like today. We may not have the free time to enjoy alone but we can make some time to just sit still and look at the beautiful weather in our country. A rainy day makes it ten times better to have our cultural dish or food. We have "Khichuri" made in our own style.

Lastly my husband and I had some khichuri for lunch as it had been very late already.

Event 03: Short Story

Homecoming

Maliha Islam
Department of English

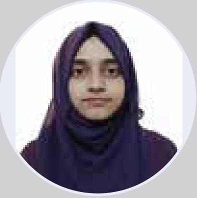

My day usually starts with a cup of coffee. But today, there was something different. Yes, a few drops of water were dropping from the cloud and it seemed like the cloud was crying… The pitter patter of rain drops on my window pane soon turned into heavy shower as I closed last of the windows. “Don’t close the windows, Saba. Let the rain come in. It’s a blessing from Allah.” – that’s what grandma would say if she were here. She never slipped a single chance to slide religion into our conversations.

‘‘That’s a faraway land dear. You can eat whatever you want and roam around wherever you like. That’s paradise-our one true home’’, she used to tell me when I was young and curious I reminisced wistfully.

But something about this heavy shower feels different. The way the outside world was clothed in silvery mist-just like the time on my 16th birthday week. It had been raining for days and the dark somber ambience invaded our home. Diagnosed with cancer twice, my grandma fought to live her entire life. My parents were busy with rotating night shifts at the hospital. But afraid of being incapable of seeing her aching, I never visited her. But God knows how many sleepless nights I passed crying and praying for her recovery.

As the incessant rain drew out the color from our lives, one day my mother called me in a shaky voice and told me that I might regret not coming this time.

So I went, soaked in rain and fear. As I entered into the room, her agonizing body made my heart skip a beat. The beeps from the machine filled the sterile silence inside, and the machinery tone put a stark contrast with the swirling emotion, inside my heart.

I held her fragile hands as her shallow breaths and twitching body fought for the last few moments. Her pain was intolerable, tears stream down my face as I saw her last shrieks of agony out.

And for the first time, I prayed for her demise. With every bits of me, I asked God to free her from the suffering And suddenly, the room fell silent.

Partly because the heavy rain drops turned into soft drizzle, and then stopped entirely. And partly for my grandma’s suffering had finished. I could feel the presence of her slowly fading away, like a whisper carried through the wind.

The first ray of sun within a few weeks hit the cabin floor, making a way through the clouds for grandma to step into a world beyond our comprehension. The room filled with a soft, ethereal glow.

I looked at grandma’s breathless face. It didn’t look so sad anymore. Infact, I could trace a little smile in the corner of her lips. A heavy rock had been lifted from my chest because deep down. I know, wherever she is now, wherever that faraway land is, my grandma is happy. After all, it’s her one true homecoming.

Event 03: Short Story

Rain: The Cruel Messenger

Sheikh Rifat
Department of English

The rain made me sad. Usually wherever I see rain dropping from the sky my heart leaps with joy. Some energy makes me, get wet in the rain, like it was a blessing from the universe. But not today. Today the rain seemed like a bad news. Soon enough I took out the phone to call my family, to know if everyone was doing okay. My sister received the call.

"Hello! " I said.
"Hi, how are you doing Hasan? How come you are up so early?" My sister replied.
"Nothing much. It's raining here and it made me awake. Is everything fine in the house?"
I asked, trying to hide my anxiety.
"You seem tensed. Has anything happened? Everyone is fine here."

I understood that trying to hide my emotion through the phone is pretty much impossible, specially towards my sister. I hang up the phone after a little chit chat with her. My heart came to ease, I felt a little relief. Talking with my sister often made me irritated as she would always try to lecture me about my studies and how I should do less hangouting with friends. Even though she is kind of irritating, she is the closest person to me in my family. She is like the superman of our family, she can handle anything. Thinking how important she is, I sneaked and went to the kitchen for a coffee. As I was drinking the coffee and watching the rain. It felt like just the way it did before. The rain of the monsoon. The heavy rainfall that makes the earth go cold. The heat of summer is suddenly forgotten and water on the road becomes irritating. The water we were asking for day and night to the god a few days before. I got up and got dressed for the university. I had to take a ricksaw for the university as it was heavily raining and thundering. Reaching the university, I forgot the morning's anxiety soon enough. I got busy enjoying the "bristy-bilash" on BUP Campus. But little did I know my morning's anxiety will become true. At the noon, at 01.23 PM I received a call from my khalamoni.

"Please come back to Faridpur. We need you here as soon as possible", told khalamoni. I knew just that time something was seriously wrong. She never called like that. I replied,

"Is maa okay?"
"She is alright but your sister in the hospital come back soon. I will give you the details on the road". She told me while crying. Even though I am a pretty much stone hearted guy, hearing that tears were falling and I felt no gravity under me. I told none of my friends and got out of the varsity to the bus station and got on a bus to Faridpur. It was raining that time too. That rain didn't feel like the blessing from the universe anymore. It was a rain demonstrating my tears. It felt like the sky was crying itself. I got the news of my of sister's death on the way. I kept myself strong. I reached before her janaja. I didn't fall down. I held my family, my maa strong. I wasn't allowed to show my inner state otherwise they wouldn't be strong. After reaching home from the tombstone I cried like a baby, all alone in a room. I couldn't sleep for a weak and the rain didn't stop for the same amount of time. From that on, all the monsoon reminds me of a morning I felt frustrated, A day I never wanted. But with those horror feelings, I enjoy monsoon, I enjoy the memories I had with my elder sister and how she guided me. I am my sister's brother and I am strong from outside and bendable from inside just like the clouds.

চিত্রাঙ্গণ প্রতিযোগিতার ক্যানভ্যাস

বর্ষায় প্রকৃতি জনজীবন বিভিন্ন রঙ নিয়ে আসে। শিক্ষার্থীরা বর্ষা উৎসবে প্রকৃতির আমেজকে নানা রুপে প্রকাশ করে তাদের আঁকা ক্যানভাসে এর মধ্যে যেমন স্থান পায় বর্ষায় প্রকৃতির সৌন্দর্য তেমনি স্থান পায় বর্ষার কর্ম চাঞ্চল্য বিমূর্ততা ও তাদের ভালোবাসার নানা রঙ।

চ্যাম্পিয়ন: মাহিয়া মুমতাহিনা, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ

রানার্স আপ: মাইশা শেহরিন সুখি, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং

30

Hitaishi

The rain bring together
two souls in a fateful
encounter

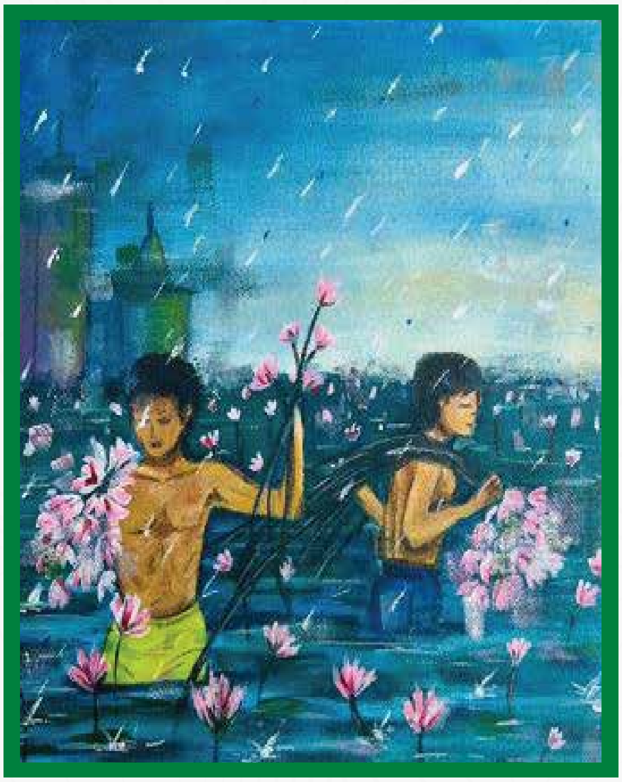

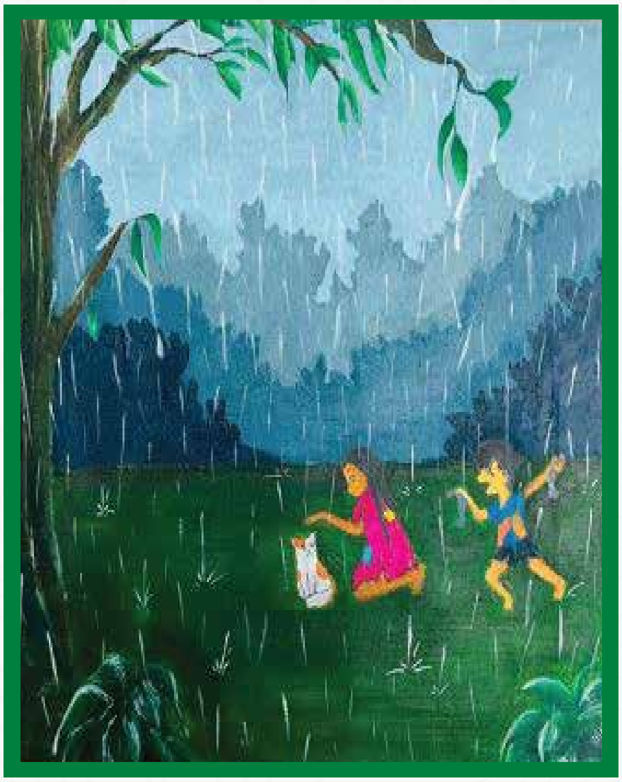

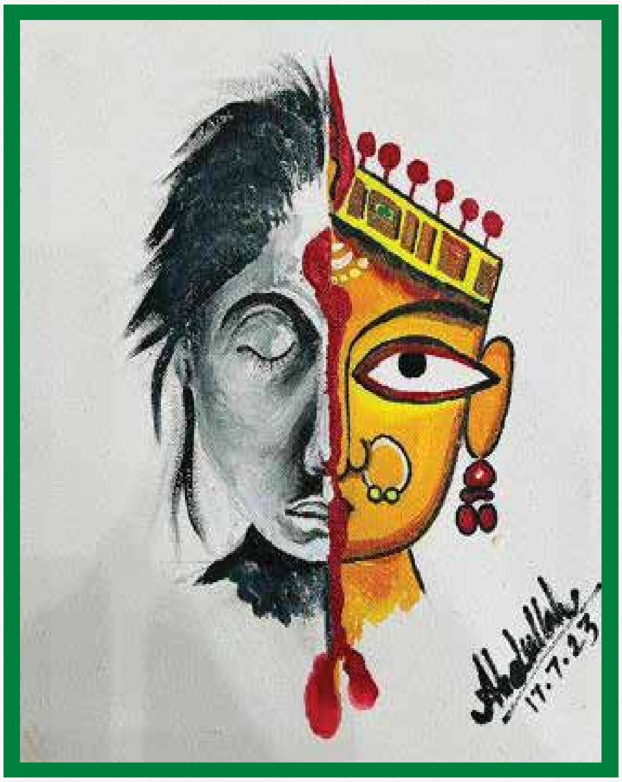

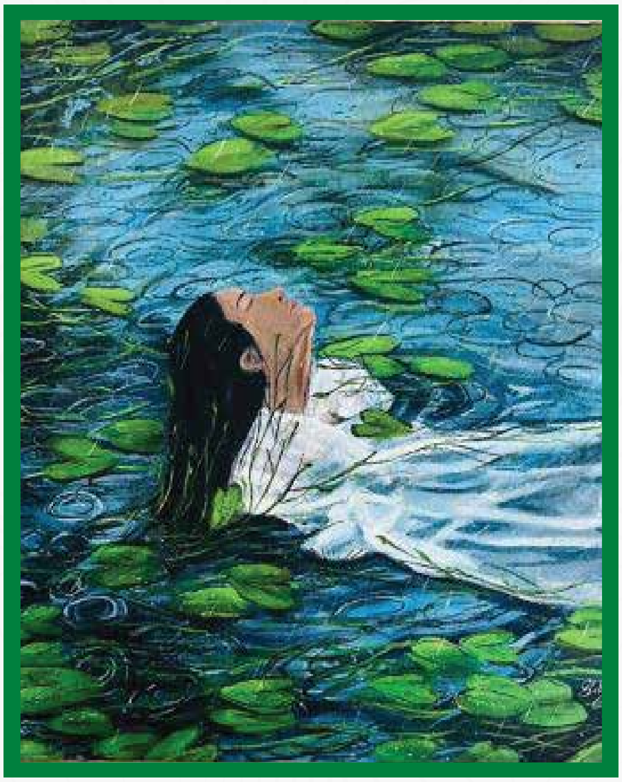

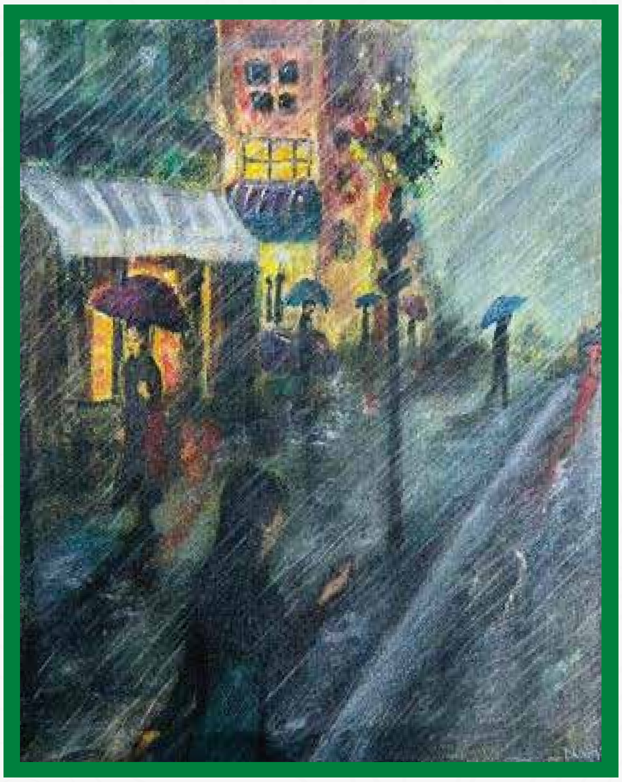

নাম	বিভাগ
সাজিয়া আফরিন সিনথিয়া	অর্থ ও ব্যাংকিং
সামিয়া তাসনিম	অ্যাকাউন্টিং এবং তথ্য সিস্টেম
ফাইজা হারুন	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং স্থিতিস্থাপকতা
মাসুমা ইবতেখার নাবিলা	পাবলিক প্রশাসন
তাহমিনা খন্দকার অবনি	পরিবেশ বিজ্ঞান
অতনু মল্লিক	গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা
ফারহানা ইয়াসমিন	পরিবেশ বিজ্ঞান
রুহিয়া রাশেদ অথৈ	অর্থনীতি
সাদিয়া সিদ্দিকা	এমবিএ প্রফেশনাল
ফারহানা শিফাত তাসমিয়াহ	ব্যবস্থাপনা শিক্ষা
তিতলি তাবাসসুমন ঐশী	ইংরেজি
লুবনা নিশাত মীম	পরিবেশ বিজ্ঞান
প্রাচী তালুকদার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং স্থিতিস্থাপকতা
নুসরাত সাইমন নূর	পাবলিক প্রশাসন
ইফফাত কবির হাফসা	অর্থনীতি
আফসানা তারিন	ইংরেজি
তাসফিয়া জিন্নত নুবিয়া	এমসিজে

নাম	বিভাগ
আজরা মাহজাবিন নির্ঝর	ইংরেজি
হিমেল কুমার রায়	পরিবেশ বিজ্ঞান
নাফিসা নাওয়ার	ইংরেজি
আবদুল্লাহ আল মাহমুদ	ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিং
তাসনিম মেহজাবিন	ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিং
আনিকা দৃষ্টি	আইন
মালিহা সেহরিন সুখি	ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিং
মোঃ মেজবুল ইসলাম জিদান	আইসিটি
সেঁজুতি তাবাসসুম	আইন
তাসনিম ফেরদৌস সাইম	আইন
নুসরাত জাহান বুশরা	উন্নয়ন অধ্যয়ন
সাঈদা সালওয়া আজিম	ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিং
শিহাব মাহমুদ শাওন	ইংরেজি
মাহিয়া মুমতাহিনা	ব্যবস্থাপনা শিক্ষা
মোহাম্মদ ফারহান মুনির	অওঝ
হিতৈষী সুলতানা	ইংরেজি

আয়োজিত প্রতিযোগিতাগুলোর পুরস্কার বিতরণীর পর ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বিইউপির উপচার্য মেজর জেনারেল মোঃ মাহ্‌বুব-উল আলম, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, পিএইচডি তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও আয়োজকরা সমন্বিত গ্রুপ ফটো সেশনে যোগদান করেন।

বিইউপি লিটারেচার অ্যান্ড ড্রামা ক্লাব

সম্মানিত প্রধান অতিথি

সম্মানিত প্রধান সমন্বয়কারী

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা

২০শে জুলাই ২০২৩ বর্ষা মিতালির অনুষ্ঠানিক সূচনার অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা তাদের অসাধারণ নাচ, গান, চিত্রগল্প, আবৃত্তি, নাটক 'বর্ষা রোদন' পরিবেশন করে। তাদের সৃজনশীল পরিবেশনা জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে তাদের প্রচেষ্টার রূপ তুলে ধরে। তাদের নান্দনিক পরিবেশনা দর্শকদের মাঝে আনন্দের বন্যা বয়ে আনে।

শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

পুরস্কার বিতরণী

মাননীয় উপাচার্য মহোদয় শিক্ষার্থীদের প্রতিভা ও সৃজনশীলতাকে অনুপ্রানিত করার জন্য কবিতা আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা লিখন, ছোটগল্প রচনা, চিত্রাঙ্কন ও চিত্রগল্প প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় এফএএসএস ফ্যাকাল্টির ডিন, ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সকল পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে প্রধান অতিথি

বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার গ্রহণ

বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার গ্রহণ

বর্ষা মিতালীতে সজ্জিত ক্যাম্পাস

বর্ষার প্রকৃতির সাথে মিল রেখে শিক্ষার্থীদের অসাধারণ সৃজনশীলতার শৈল্পিক সাজসজ্জা ক্যাম্পাসের সৌন্দর্যকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যায়। ভ্যান গগের 'স্টারি নাইট; কদম ফুল, ময়ূর ইত্যাদি আদলে করা তারকাখচিত রাতের আল্পনা ছাড়াও ছাতার তৈরী ফটোবুথ রঙিন ছাতার নান্দনিক সজ্জা সমগ্র বিইউপি ক্যাম্পাসে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের অবতারণা করে।

১

২

৩

৪

৫

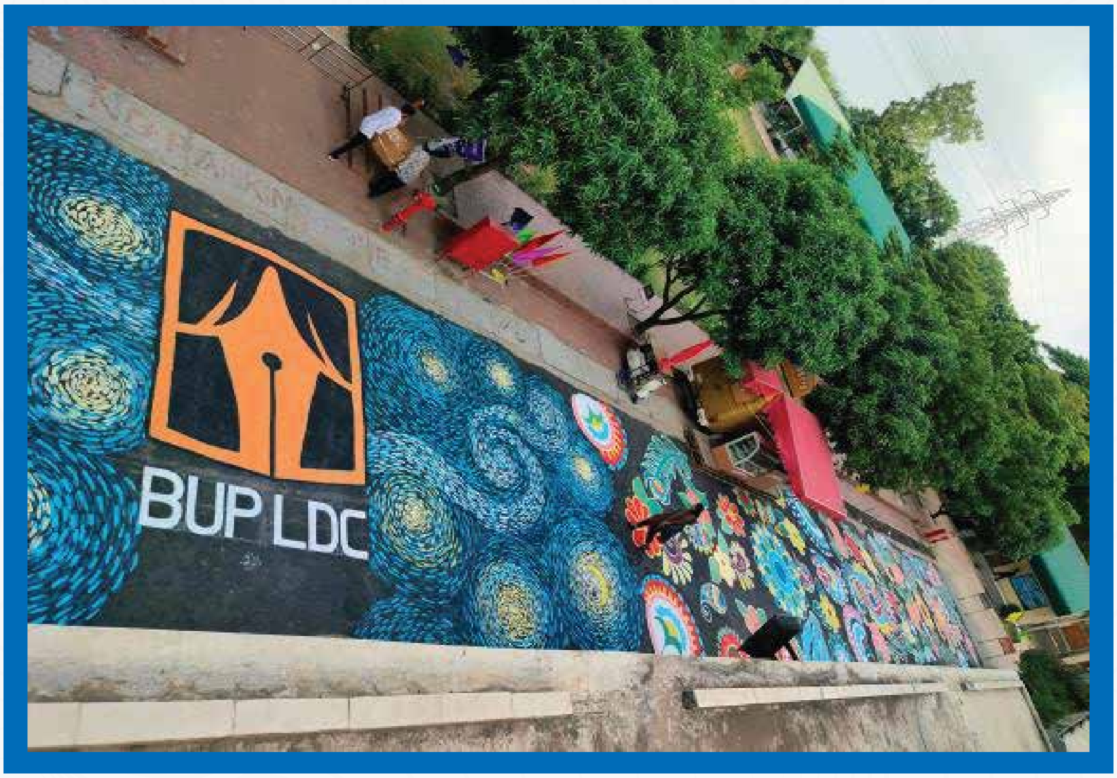

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

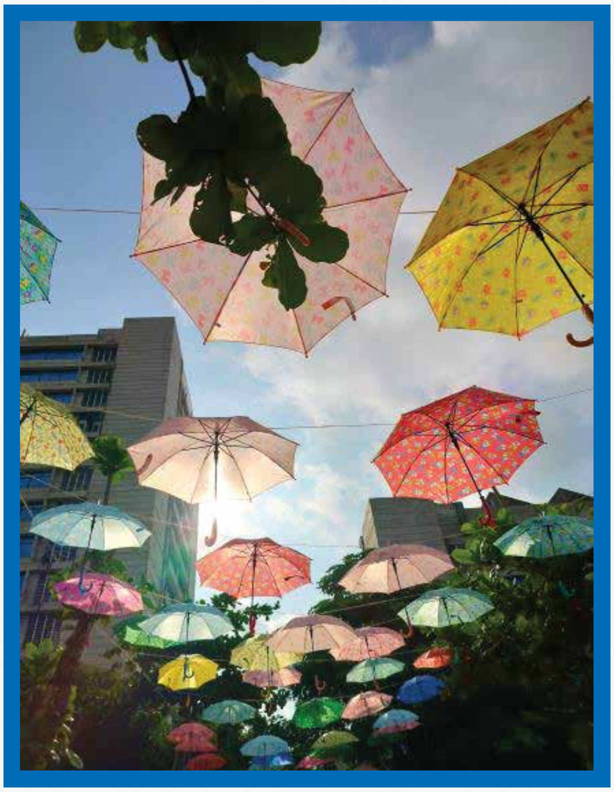

১৪

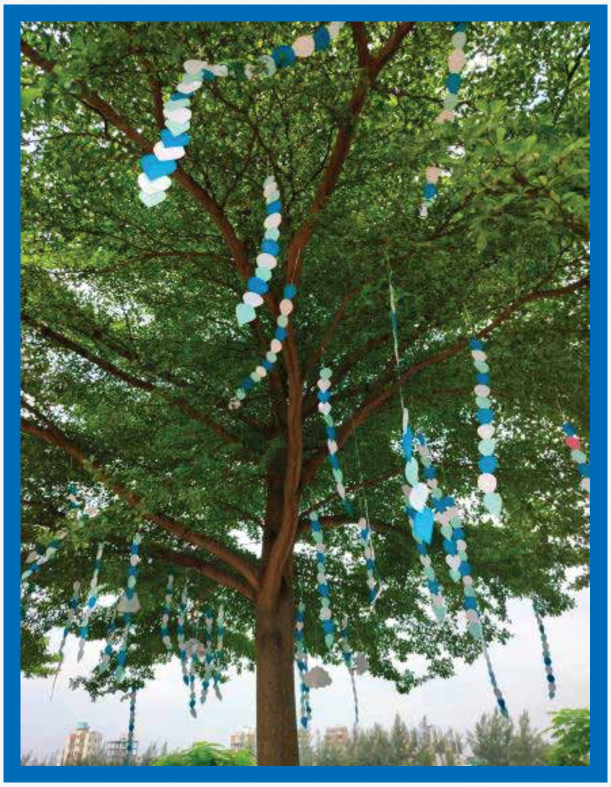

১৫

১৬

BUP Literature & Drama Club–বিইউপি লিটারেচার এন্ড ড্রামা ক্লাব Executive Panel 2023

1.	Noshin Tabassum (President)
2.	Neza Mahmud (General Secretary)
3.	Rafat Zaman Dhrubo (Senior Vice President)
4.	Suraiya Akter (Vice President)
5.	Farzana Abida Prova (Vice President)
6.	Maesha Bushra (Deputy General Secretary)
7.	Khadija Tul Kubra (Deputy General Secretary)
8.	Nusrat Jerin (Deputy General Secretary)
9.	Monjurul Riad (Treasurer)
10.	Faria Tasneem (Treasurer)
11.	Shahnaz Keya (Joint Secretary- Admin and Logistics)
12.	Al Mahmud Saikar (Joint Secretary- Media and PR)
13.	Nujhat Aslam (Joint Secretary- Cultural: Dance)
14.	Rifat Paromita (Joint Secretary- Cultural: Music)
15.	Nafisa Noor (Joint Secretary- Decoration)
16.	Sabrina Arju (Joint Secretary- Literary Arts)
17.	Rima Akter (Joint Secretary- Publications)
18.	Abhishek Sarker (Organizing Secretary)
19.	Sahria Azad (Organizing Secretary)
20.	Asif Iqbal (Organizing Secretary)
21.	Khadija Iviee (Organizing Secretary)
22.	Mir Jawwad (Organizing Secretary)
23.	Saifullah Nayeem (Organizing Secretary)

বর্ষা মিতালী

বর্ষা উৎসব-২০২৩

বিইউপি লিটারেচার এন্ড ড্রামা ক্লাব
ইংরেজি বিভাগ
ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এন্ড সোশ্যাল সাইন্সেস
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা-১২১৬, ঢাকা।